উচ্ছ্বাস।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ইউনিভার্সেল লাইব্রেরী
৫৬।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩১৮

মূল্য আট আনা

কলিকাতা,
৫।১।২ সুকীয়া ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে
শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

আজ প্রায় নয় বৎসর গত হইল, যখন আমি "গাথা" লইয়া মাতৃচরণে অঞ্জলি প্রদান করি, তখন বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট প্রভূত উৎসাহ লাভ করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই আমি পুনরায় "উচ্ছ্বাস" রচনা করিয়াছি। দুর্লভ কবি-যশঃ লাভের আকাঙ্ক্ষা আমি করি না; তবে বাণীর চরণ পূজায় সকল ভক্তের সমান অধিকার আছে, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি দীন-হীনভক্ত হইলেও আজি এই দরিদ্র হৃদয়ের ভক্তি-"উচ্ছ্বাস" সেই বঙ্গ-বাণীর পবিত্র চরণে অর্ঘ্য স্বরূপ প্রদান করিলাম।

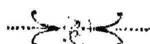
পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে "উচ্ছ্বাস" প্রকাশের জন্য আমি মহিষাদল পরগণার শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মাইতি, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মাইতি, ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র জানা এম্, সি, পি, এস্ এবং মহিষাদল-রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ জানা এই চারি-জন সহৃদয় সুহৃদের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাদের এই বহুমূল্য সাহায্য না পাইলে "উচ্ছ্বাস" প্রকাশ করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

উচ্ছ্বাসের মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু "অর্ঘ্য"-সম্পাদক শ্রীযুত অমূল্যচরণ সেন আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

১লা আশ্বিন, ১৩১৮।

গ্রন্থকার।

উৎসর্গ



বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী

ও পৃষ্ঠপোষক,

বিদ্যোৎসাহী এবং দীন-প্রতিপালক



কাশীমবাজারাধিপতি

শ্রীল শ্রীযুত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বাহাদুরের

শ্রীকর-কমলে অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার।

উৎসর্গ-পত্র।



এ দীনের হৃদয়-উচ্ছ্বাস।
এতে নাই ফুল-হাসি, মলয় বাতাস।
সদা যারা ধরা-বুকে
কাটে দিন শান্তি-সুখে,
তাদের কবিত্বে স্নিগ্ধ কুসুম-সুবাস।
এ দীনের হৃদয়-উচ্ছ্বাস।

এ দীনের হৃদয়-উচ্ছ্বাস।
ঐতে নাই বংশী-ধ্বনি, প্রেম-নাগফাঁস।
কে না জানে এ সংসারে
কি অশান্তি-অন্ধকারে
দরিদ্র-জীবন কাটে করি' হা হুতাশ?
এ দীনের হৃদয়-উচ্ছ্বাস।

এ দীনের হৃদয়-উচ্ছ্বাস।
এতে হৃদয়ের কথা, এতে দীর্ঘশ্বাস।
হে সহৃদয়, জ্ঞানী,
কর্ম্মপ্রাণ নৃপমণি!
তুমি দীন-ব্যথিতের,—দৃঢ় এ বিশ্বাস।
তাই তোমা' দিনু এ উচ্ছ্বাস।

সূচী-পত্র।

(২)



দুর্ব্বৎসর।

দুর্ব্বৎসর—বড় দুর্ব্বৎসর,
নাই বৃষ্টি, নাই জল,
বরষা-জলদ-দল
গেছে বৃথা গর্জ্জি বহুতর।

নদী ক্ষীণসলিলা দুর্ব্বলা,
নাই সে তরঙ্গোচ্ছ্বাস,
দিনে দিনে ক্ষীণশ্বাস,
শুষ্ক দীর্ণ যত খাল-নালা।

লতা-পুষ্প-কুঞ্জ-বিটপীর
নাই আঁখি প্রীতিকর
পত্র-পুষ্প মনোহর,
হা হা স্বনে বহিছে সমীর।

উচ্ছ্বাস

পাখীর সে নাহিক সুস্বর,
যেন কোন দূরদেশে
তারা সবে চলে গেছে,
পড়ে আছে শূন্য এ প্রান্তর।

ধূ ধূ করে চারিদিক যেন,
শীর্ণ ধান্য গাছগুলি
মাটী-সনে গেছে মিলি,
সব মাটী মনে লয় হেন।

বৈশাখীর সে কাল-অনল
কে যেন ছড়া'য়ে দেশ্লে
পোড়ায়েছে রুদ্র বেশে,
ব্যর্থ তাই আর ঋতু-বল।

হতভাগ্য কৃষক-সন্তান!
তপ্ত শ্বাস ফেলাইয়ে
কি দেখিছ চেয়ে চেয়ে?
আঁখি ফাটি' ছোটে অশ্রু-বাণ।

সারা বর্ষ জীবন-সম্বল
হায় গেছে? নাই, নাই?
কিছু নাই? কিছু নাই?
কি করিবি, অদৃষ্টের ফল!

কি দিবি রে ছেলেপিলে-মুখে ?
মা, বাপ প্রভৃতি মিলি
খেতে যে অনেকগুলি,
ভেবে বড় ব্যথা পাই বুকে।

হা দেশের সুশিক্ষিত সব !
দেশের সম্ভ্রান্ত ! ধনি !
কি করিছ বল শুনি,
সবে কিহে রয়েছ নীরব ?

এতগুলি বিপন্ন দেশের
উপবাসে, অন্নাভাবে
শুকিয়ে মরিয়ে যাবে,
দেখে ধৈর্য্য রবে কি প্রাণের ?

ঝরিবে না দুখে আঁখি-বারি ?
এদের করুণ স্বরে
এক বিন্দু অশ্রু ঝ'রে
পড়িবে না মর্ম্ম ফেটে মরি ?

না—না, কেউ নহ ত পাষাণ,
সবারি কোমল চিত
রক্ত-মাংসে বিজড়িত,
সর্ব্ব দেহে দয়া বিদ্যমান।

উচ্ছ্বাস

ল'য়ে তবে করুণ হৃদয়
এস কর্ম্মক্ষেত্রে সবে,
শুধু বাক্যে নাহি হবে,
চাই কর্ম্ম—চাই এ সময়।

তোমরা দেশের যে গো প্রাণ।
তোমরা দয়ার চোখে
না চাহিলে, কেবা দেখে?
সারা দেশ হইবে শ্মশান।

যাহা কিছু ধান্য তোমাদের
এখনো গোলাতে আছে,
বিদেশে দিও না বেচে,
কর তা'তে কল্যাণ এদের।

যে যাহার দাও শক্তিমত;
'ধর্ম্মগোলা' স্থানে স্থানে
স্থাপ সকরুণ প্রাণে,
চাই স্বার্থত্যাগ-মহাব্রত।

জীর্ণ কত খাল, বাঁধ, পুল,
তা'তে শ্রমজীবিচয়ে
খাটাও হে অন্ন দিয়ে,
এতে শুভ, রক্ষা উভকূল।

অসমর্থ শিশু বৃদ্ধ যারা
তাদের বিধান ভিন্ন,
দাও এক মুষ্টি অন্ন,
কাতর নয়নে চেয়ে তারা।

শত জনে কিছু কিছু দিয়ে
বাঁচালে একটি প্রাণ
তাহাতেও সুকল্যাণ,
ক্ষুদ্-কণা সুধা দুঃসময়ে।

মোরা সবে একই মাতার,
ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে
মমতায় বুকে নিয়ে
দাও ভাই, মু'ছে অশ্রুধার।

হতভাগ্য।

সদা নাই নাই শব্দ— অভাব অভাব গৃহে
শুধু রাত্ দিন ;
খেটে-খুটে যত আনি নিমেষে কোথায় যায় ?
উপায়-বিহীন।
অর্দ্ধদিন অনশনে উপবাসে কেটে যায়,
তাও সয় প্রাণে ;
অন্নাভাবে ছেলেগুলি দিনে দিনে কৃশ, ধরি
ধৈরয কেমনে ?
আষাঢ়ে বরষা যবে নেমে আসে ধরা-বুকে,
বারি-বিন্দুসনে
ক্ষীণ আশা জাগে বটে, ধনী-জমী ভাগে চষি—
তাই ফুল্লমনে।
পৌষ-শেষে ভাঙে সেই মোহ-ঘুম, বছরের
জীবন-সম্বল—
ধান্যগুলি ধনি-দ্বারে যায় 'বা'ড়'-ধান্য-শোধে ;
হা অদৃষ্ট-ফল !
ঝাঁটা, কুলো, শূন্য থলে নিয়ে ফিরি জীর্ণ গৃহে
নীচু করি মুখ ;
ছেলেগুলি ম্লান মুখে "বাবা" বোলে এসে ফিরে ;
ফেটে যায় বুক।

গৃহিণী দীরঘ শ্বাস ফেলি, বলে সকাতরে
"কি হবে উপায় ?
বাছাদের কি খাওয়াব সারাবর্ষ ?" মুখোমুখী
কাঁদি দু'জনায়।
আপনার স্বল্প জমী, কতই বা ফলে তায় ?
কয় দিন চলে ?
দু'মাস না যেতে যেতে ধনীদের দোরে যাই
কাঁধে নিয়ে থলে।
ঋণের উপরে ঋণ ; ঋণ যে মিলে না আর,
দেয় লোকে কত ?
কি বিশ্বাসে দেয় তারা ? ভিটেও বন্ধকে গেছে
ভেবে জ্ঞানহত।
রুদ্র মূর্ত্তি নিয়ে আসে গোমস্তার পেয়াদারা,
বিষম গুঁতানি ;
খাজনাই দিতে নারি 'তহরি'-পেয়াদা-রোজ
নিয়ে টানাটানি।
চৌকীদারী ট্যাক্স হেতু দুই দিন ছাড়া চলে
বিষম জুলুম ;
মোড়ল 'মাথট' চান, শীতলা-পূজায় হবে
গান-যাত্রা-ধুম।
কে বুঝে কাহার ব্যথা ? স্বার্থপর এ সংসার
শূন্য দয়ামায়া ;
দীর্ণ বুক চেপে তাই কত দিন নিরজনে
কাঁদি ফোঁপাইয়া।

উচ্ছ্বাস

নির্ম্মম ধরায় বৃথা কি হবে প্রকাশি' ব্যথা ?
কে এ আঁখি-জল
মুছিয়া সান্ত্বনা দিবে ? কার হৃদে আছে হেন
করুণা প্রবল ?
যাদের অতুল ধন, যাহারা পালক পিতা,
মোরা মনে করি ;
ক্রূর চাটুকার-দল তাদেরে বিপথে নেয় ;
বুকে মারে ছুরি।
বুঝিয়াছি এ সংসারে নাহিক আশ্রয়, নাই
জুড়াবার স্থল ;
কোথা সুখময় মৃত্যু ! এস, নেও কোলে তুলে ;
ফুরাক্ সকল।

অনুতপ্ত ভূস্বামী।

হে বিধাতঃ! উচ্চপদ, এ উচ্চ সম্মান
সঁপেছ কি যথাযোগ্যে? গর্ব্বোন্নত প্রাণ
তবে কেন মধুজীবি-প্রশংসা-গুঞ্জন
লভিতে উৎসুক? সাধে কোন্ প্রয়োজন?
এ স্বর্ণ-মুকুট যবে শিরে লই তুলি,
কেন তুচ্ছ মনে হয় ধরণীর ধূলি?
কিসে এত উচ্চ মাথা? দরিদ্র প্রজার
রক্ত-বিন্দু শু'ষে? তাই উঠে হাহাকার?
নৃত্য-গীত-মুখরিত সৌধালয়, দ্বারে
ঐ না অভাগা সব? মৃত্যু-ছায়া ধীরে
ঘনীভূত ম্লানমুখে? আমি না ভূস্বামী—
রায়, রায়-বাহাদুর? প্রজার না আমি
রক্ষক, পালক, পিতা? হা স্তাবক-দল!
ছেড়ে দেরে, হ'য়ে মুক্ত, প্রাণে পেয়ে বল,
উন্মুক্ত করিয়া দি'রে মমতা-হৃদয়,
রাজগর্ব্ব সিংহাসন হ'ক ধূলিময়।
এত দিন ফিরিয়াছি গর্ব্বদৃষ্টি নিয়া,
দেখা যাক্ একবার স্নেহ-ছায়া দিয়া

কত প্রাণ আসে পাশে, কি পূত সম্মান
কিবা শান্তি-প্রীতি দেয়, কত মূল্যবান্।
হে বিধাতঃ! বিড়ম্বনা আরো কত কাল?
কেন গো দুর্ব্বলে হেন পরীক্ষা-জঞ্জাল?
এ স্বর্ণ-মুকুট শিশু-শিরে দাও টানি,
কিম্বা দাও হৃদয়েতে মহত্ত্ব এমনি,
হই যোগ্য আদেশের, হ'লে কর্ম্ম শেষ
পাই যেন কো'ল, ক্লান্ত পরাণে আয়েস।

প্রভাত-সঙ্গীত।

আহা কি মোহিনী উষা!
সঙ্গীত-উচ্ছ্বাসে তোল হৃদি-বীণে
জাগাইয়ে নব আশা।
নবীন কিরণ পড়িছে ফুটিয়া,
উঠিছে বিহগ-কুল কূজনিয়া,
সমীরে দোদুল্ তরু, ফুল; কিবা
প্রকৃতির নব ভূষা।
আহা কি মোহিনী উষা!

যদি চাও সুখ, প্রীতি,
মধুর প্রভাতে এস সবে মিলি
গাহি রে মঙ্গল-গীতি।
নিয়ে হিংসা-দ্বেষ-অশান্তি বালাই
এখনো কে কোথা আছ? এস ভাই,
নরক-অনল যাক্ নিভে যাক্,
এস হই এক মতি,
যদি চাও সুখ-প্রীতি।

এস নিয়ে আঁখি-নীর,
ভায়ে ভায়ে কহি প্রাণ খুলে কথা,
তবে ত ঘুচিবে চীর।

ভায়ের মরম-ব্যথা, হাহাকার,
ভাই বিনা বল কে ঘুচাবে আর ?
কেন বিসংবাদ ?   কেন এক কোণে
ধূলায় লুণ্ঠিত শির ?
এস নিয়ে আঁখি-নীর !

হের কি আলোক-ভাতি !
ধীরে ধীরে ধীরে   জাগিয়া উঠিছে
কত দেশ, কত জাতি।
তাদের মধুর পরশে যদি রে
ভাঙিয়াছে ঘুম, এ ভাব কেন রে ?
এস সবে মিলে   সুফলা শ্যামলা
মা'র পদে করি নতি।
হের কি আলোক-ভাতি !

খাট।

ভ্রান্ত! কেন চেয়ে পর- সৌধালয়-পানে
সতৃষ্ণ নয়নে?
কেন ফির দ্বারে দ্বারে ল'য়ে ভিক্ষা-পাত্র
ঘৃণিত জীবনে?
এ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র হের খু'লে জ্ঞান-নেত্র,
চাও মুক্ত আকাশের পানে।
ঐ দেখ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় পাখী;
উড়ে যায় কোথা?
অনন্ত প্রসর—দূর সিন্ধু-বুকে যায়,
আছে খাদ্য তথা।
কোটি ফুলে ফিরে অলি, হের মিষ্ট মধু তুলি'
গড়ে মধুক্রম সহি' ব্যথা।
হের ঐ বীবরেরা দন্তে খণ্ড ক'রে
তরু সুবিশাল
নদী-তীরে গড়ে সেতু, গড়ে রম্য গৃহ
ধরি কত কাল;
পিপীলিকা হের হোথা নাহি ক্ষণ অলসতা,
সংগ্রহিছে খাদ্য সুরসাল।
কেন তুমি হেঁট মুখে গললগ্ন বাসে
ভাস আঁখি-জলে?
নিম্নস্তর জীব চেয়ে এত ছোট তুমি?
তোমা নর বলে?
ভিক্ষা চেয়ে কি নীচতা? খাট ত্যজি' অলসতা;
ভাগ্য-প্রসন্নতা শ্রম-ফলে।

নাই কি সরম জ্ঞান?

একটু হও মানুষের মত, নাই কি সরম জ্ঞান?
ঘরের কোণে অমন ক'রে রাঙা বোয়ের আঁচল ধ'রে
র'লে পরে পেটের জ্বালা মিটে কি বাবুজান?
যারা দরিয়ার তুফান দিয়ে আস্‌ছে কতই কষ্ট স'য়ে,
চাইলে তাদের মুখের পানে নাচে নাকি প্রাণ?
এমন ধারা বুদ্ধিহারা নয় ত অলস প্রেমিক তারা
সদাই খাটে, লেডির রুমে দেয়নি সঁপে প্রাণ।
একটু হও মানুষের মত, নাই কি সরম জ্ঞান?

একটু হও মানুষের মত, নাই কি সরম জ্ঞান?
রাশি রাশি ঢাল্‌ছ টাকা কোথায় ধনি! হায় কি বোকা?
সদ্য স্বর্গ পাও কি ওতে? মিলে কি পূত মান?
দেশের লোক না খেতে পেয়ে মর্‌ছে লোণা জল যে খেয়ে,
এ দিকে নাই একটু লক্ষ্য, সোণার দেশ শ্মশান।
দেশে লেগে শনির দৃষ্টি— অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি
কোথা খাল বাঁধ? এম্নি হ'লে জন্মে কি গো ধান?
একটু হও মানুষের মত, নাই কি সরম জ্ঞান?

একটু হও মানুষের মত, নাই কি সরম জ্ঞান?
কেয়া ফূর্ত্তি! পিয়ালা-ভরা ঢুক্ ঢুক্ ঢুক্ গিল্‌ছ সুরা,
ঢ'লে পড় পথে, ড্রেনে, ঘিরে চাঁদ-বয়ান,—

ভ্যান্ ভ্যান্ ভ্যান্ মাছি উড়ে, রাসভ-সুরে গলা ছেড়ে
মাতিয়ে দেশ, ভাল বটে তুল মিঠে গান।
তোমরা উচ্চ শিক্ষা পেয়ে জ্ঞানী না ? দেশ মুখ্‌টি চেয়ে ?
এ কি শিক্ষা দাও ? এতে বাড়ে কি ধন মান ?
একটু হও মানুষের মত, নাই কি সরম জ্ঞান ?

একটু হও মানুষের মত, নাই কি সরম জ্ঞান ?
তোদের পূর্ব্বপুরুষ যারা দেশের মোটা কাপড় তারা
প'রে কত জমিয়ে গেছে জমি-জমা-ধান ;
তারা যে সবাই নিজের হাতে ফলা'ত সোণা নিজের ক্ষেতে,
পূজা-পার্ব্বনে কর্‌ত দীনে অন্ন-বস্ত্র দান।
নিউ ফ্যাসানের চিকণ সাজে তোমরা সভ্য বাবু সেজে
পরের পায়ে লোটাও, অন্ন-চিন্তায় ম্রিয়মাণ !
একটু হও মানুষের মত, নাই কি সরম জ্ঞান ?

গরীবের কথা।



ঘরে এল রাঙা বউ,
তখন আমার অলপ বয়স,
কুঁড়ে ঘরে সুখ-ঢেউ।
তখন আমার পড়ার সময়,
ধরিয়াছি সবে মাত্র 'বোধোদয়',
গেল কিছু দিন, যেন মনে হয়
মুখ-পানে চেয়ে কেউ,
ঘরে এল রাঙা বউ।

পড়াতে নাহিক মন ;
সাধ হয় তার চাঁদ-মুখ-পানে
চেয়ে রই অনুক্ষণ।
তার কথা মিঠে—বড়ই সরস,
স্বর্গ-সুখ তার মুহূর্ত্ত পরশ,
তাহার পায়ের নূপুর-ঝঙ্কার
সদা শুনি—আকিঞ্চন,
পড়াতে নাহিক মন।

হেসে খেলে যায় দিন।
বিদ্যালয় হ'তে বিদায়, নহি সে
নীরস নিয়মাধীন।

কত হাসি, গল্প, বিরহের গান,
কতই কবিতা, উধাও পরাণ,
ভবিষ্যৎ-চিন্তা নাহি, কি সুখের
নিশিদিন বাজে বীণ্ !
হেসে খেলে যায় দিন।

ভরপুর মোর ঘর।
দেখিতে দেখিতে এল ছেলে মেয়ে
নিয়ে হাসি, কি সুন্দর !
আমার দশটী ননীর পুতলী
রূপে আলো ঘর, হায় কারে বলি
ঘরে নাই অন্ন, কেমনে তাদেরে
পালি, চিন্তা নিরন্তর,
ভরপুর মোর ঘর।

বড় দুখে দিন যায়,
স্নেহময় পিতা মোহে একি ফাঁসে
গেছেন জড়ায়ে হায় !
শৈশবে বিবাহ—ধিক্ দেশাচার,
এ দুর্দ্দিনে ভ্রাতা প্রীতি মমতার
ছিঁড়েছে বাঁধন পৃথকান্ন হ'য়ে ;
আমি ভবে নিরুপায়।
বড় দুখে দিন যায় !

উন্নতি

উন্নতি, উন্নতি, কিসের উন্নতি ?
কিছুই বুঝিতে নারি ;
দুঃখ দৈন্যাধাঁরে পাপ-স্রোতে যদি
নিমজ্জিত দেশ হেরি।
আজো, বিপদের মেয়ের বিবাহ,
বর-দাবী সৃষ্টিছাড়া ;
কোথাও না হয় বিয়ে পুরুষের,
মেয়ের বাজার চড়া।*
শিশু পুত্রে পিতা আজো দেয় বিয়ে,
আশা,—পৌত্র-দরশন ;
রোগ-রুগ্ন বহু সন্তান লভিয়ে
পুত্র ভুগে বিলক্ষণ।
আজো কেঁদে পরে বিধবার বেশ
ছোট ছোট রাঙা মেয়ে ;
তাহাদের কত করে ভ্রূণ-হত্যা
যৌবনে কুপথে গিয়ে।

* মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ ও শাঁখারি জাতির মধ্যে বিবাহে পাত্রীপণ অত্যধিক ; এইহেতু উক্ত জাতীয় হতভাগ্য বিবাহপ্রার্থীকে আজীবন অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া মনের দুঃখ মনেই মিটাইতে দেখা যায়।

শিক্ষার অভাবে আজো অন্ধকারে
পুরুষ, রমণী কত ;
কাটে দিন অতি দীন হীন ভাবে,
আচার পশুর মত।
শিক্ষার আলোকে যারা উদ্ভাসিত,
তাহাদের (ও) মাঝে হায়
ঘোর বিলাসিতা, মাদক-মত্ততা,
কদাচার দেখা যায়।
আজো পরস্পরে বাদ, বিসংবাদ,
রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি ;
মামলায় যায় সর্ব্বস্ব, ভিটাতে
কুগ্রহ-বিকট হাসি।
ধরে কড়া সুদ আজো ধনবান্
দরিদ্র ঋণীর' পর ;
পিশাচের মত নির্ম্মম নিষ্ঠুর
বিকে নেয় বাস্তু, ঘর।
আজো পথে পান্থ বুক ফেটে মরে,
তৃষ্ণায় পায় না জল ;
দশ ক্রোশ (ও) মাঝে নাইক পুকুর,
বিরাম-আশ্রয়-স্থল।
কলেরা-বসন্তে দীন পল্লীবাস
আজিও উজাড় হয় ;
নাহি চিকিৎসক করুণ-হৃদয়,
দাতব্য চিকিৎসালয়।

উচ্ছ্বাস

মাথা কুটে মরে আজিও কৃষক,
আজীবন ভাগ্যে ছাই ;
কৃষি-উপযোগী নাহি খাল, নালা,
কৃষি-শিক্ষালয় নাই।
প্রজার উপর আজো ভূস্বামীর
শ্যেন-দৃষ্টি তীব্রতর ;
কোথায় মমতা ? শুধু স্বার্থ নিয়ে
নিস্পেষণ নিরন্তর।
আজিও সাবান, এসেন্স, চুরুট,
অহিফেন, গাঁজা, সুরা
দেশ-অর্থ শুষে, আনে দৈন্য, দুখ,
আনে নানা রোগ, জরা।
বিদেশী জিনিসে আজো দেশ ছায়,
তাঁতি, জোলা, কর্ম্মকার,
শিল্পী, শ্রমজীবী নাহি পায় অন্ন,
শরীর কঙ্কাল-সার।
আজো দেশে হায় দুর্ভিক্ষ পিশাচ,
হাহাকার, মহামারী ;
উন্নতি, উন্নতি, কিসের উন্নতি ?
কিছুই বুঝিতে নারি।

সেদিন কোথায় ?



সেদিন কোথায় ?

স্বর্গীয় সঙ্গীত ঝরে, শত বীণা-ধ্বনি মরে,
শত শত শ্রোতা স্তব্ধ, মন্ত্র-মুগ্ধপ্রায় ;
বাজে বাদ্য শত শত খোল, করতাল কত,
পূত ভক্তি-প্রেমোচ্ছ্বাস পরাণ মাতায় ;
সেদিন কোথায় ?

সেদিন কোথায় ?
প্রেমের তুফানে ঢেউয়ে শত বাধা উপেক্ষিয়ে
বিভিন্ন-মুখীন স্রোত এক হ'য়ে যায় ;
দূরে যায় ঘৃণা, ক্লেদ, জাতিগত ভেদাভেদ,
প্রীতির বাঁধন পড়ে হিয়ায় হিয়ায় ;
সেদিন কোথায় ?

সেদিন কোথায় ?
সামান্য পিন্ধন বাসে কি শান্তি পরাণে আসে !
চিক্কণ বিলাস-বাস ধূলায় লোটায় ;
কিবা তৃপ্তি ! কিবা সুখ ! মহানন্দে নাচে বুক,
কি সাধনা ! আকাঙ্ক্ষা সে নত দাসপ্রায় ।
সেদিন কোথায় ?

সেদিন কোথায় ?

কোথা সে বঙ্গের প্রাণ,   বঙ্গের চৈতন্য-জ্ঞান
নবদ্বীপ-চূড়ামণি গৌরচন্দ্র রায় ?
বৈষ্ণব ধরম যাঁর   মহাশক্তি একতার,
কোথা সেই মহাজ্ঞানী, নমি তাঁর পায়।
সে দিন কোথায় ?

জাপান।*



হে ক্ষুদ্র জাপান!
কত দৃষ্টি তব প'রে তব কথা ঘরে ঘরে,
সারাধরাব্যাপী এবে তোমার আখ্যান,
কি সুখ্যাতি পড়ে ফুটে! অদৃশ্য ভবিষ্য পটে
না জানি কি আছে লিখা, নিয়তি-বিধান;
হে ক্ষুদ্র জাপান!

হে ক্ষুদ্র জাপান!
গর্ব্বিত হিমাদ্রি-কায় কম্পিত ও ভীম ঘায়
কোথা পেল বজ্রশক্তি অতটুকু প্রাণ?
এ গৌরবে ধন্য তুমি বীরপ্রসূ প্রাচ্য ভূমি
ছিল যে, রেখেছে আজো সে স্মৃতি-নিশান;
হে ক্ষুদ্র জাপান!

হে ক্ষুদ্র জাপান!
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়" যদি ইহা মিথ্যা হয়,
যদি টুটে ঋষি-বাক্য, বেদের সম্মান;
তবু রবে দেশে দেশে স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে
তব এ বীরত্ব-গাথা, আত্মবলিদান;
হে ক্ষুদ্র জাপান!

---

* ১৩১১ সালে রুষ-জাপান যুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী সময়ে লিখিত।

হে ক্ষুদ্র জাপান !
ধীরে এইরূপে ধীরে   উঠ শৃঙ্গে শৃঙ্গান্তরে,
গভীর-গহ্বর নিম্নে রাখিয়ে সন্ধান ;
নীতিজ্ঞ, বীরাগ্রগণ্য "টোগো", "কুরোকি"রে ধন্য,
কি আনন্দ ! প্রতীচ্যও করে গুণগান।
হে ক্ষুদ্র জাপান !

হে ক্ষুদ্র জাপান !
নাহি তত ধন-জন,   সে বিপুল আয়োজন,
বিষম আহবে তবু নহে ভীত প্রাণ ;
নাচ রণে থিয়া থিয়া,   বীর-হৃদি বলি দিয়া,
রেখেছ বিজয় লক্ষ্মী আজো মতিমান্ !
হে ক্ষুদ্র জাপান !

হে ক্ষুদ্র জাপান !
নীলাম্বু-সলিল-রাশি   কি শ্রদ্ধাই পরকাশি'
কল্লোলিয়া তব পদ ধু'য়ে বহমান ;
মেঘ-অন্তরাল হ'তে   যেন দেবী ফুল্লচিতে
তব শিরে করে শুভাশীষ-পুষ্প-দান ;
হে ক্ষুদ্র জাপান !

ধন্য ।*

জাপান ! ধন্য তুমি,
নাহিক দম্ভ, উচ্চ ভাষ,
নাহি বিকট অট্টহাস,
নাহি পিশাচ-নৃত্য, গৌরবে
উজল প্রাচ্য ভূমি।

তুচ্ছ নয় এ খ্যাতি,
এ নয় তুচ্ছ আহবে জয়,
যশঃ-সৌরভ সমীর বয়,
ধন্য তব ত্যাগস্বীকার—
সদ্ভাব-বিজিত-প্রীতি।

রাখিলে ভাল স্মৃতি,
ক্ষুদ্রকায় নয় তুচ্ছ,
স্থূল মাত্র নয় উচ্চ,
কর্ম্ম-গগনে ভাল এ চিত্র
রঞ্জিল তোমার কৃতি।

ধন্য তুমি ধন্য,
ভাগ্য-শশী কৃষি-বাণিজ্যে,
শিল্পে, আর একতা-বীর্য্যে,
তোমাতে এই মহতী শিক্ষা
জগতে মহামান্য ;
ধন্য জাপান ধন্য।

* রুষ-জাপান-যুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত।

বিপথগামী যুবকবৃন্দের প্রতি।



হা ভ্রান্ত যুবকবৃন্দ, রোষে, ক্ষোভে কর্ত্তব্য বিস্মরি'
চলিয়াছ কোথা ? কোন্ পথে ? দয়া, মায়া, মমতা পাশরি' !
ফিরে এস—ফিরে এস হায় ! ও যে পাপ-প্রলোভন-পথ ;
বুকে শত গর্ত্ত তৃণে ঢাকা, বুকে পরিপাটী বালু-রথ।
প্রভাতেব পূর্ব্বাকাশ-পানে চাও, কিবা নিষ্পাপ সুন্দর
স্বর্ণচ্ছটা নিয়ে রবি উঠে হাসিমুখে ভেদিয়া অম্বর,
তোমরা চলেছ রুদ্রবেশে অজানিত কোন্ পরপার ?
তথা হ'তে আসে পূতিগন্ধ, আর্ত্তনাদ, রক্তস্রোত আর,
রত্নময় নদী-গর্ভ ছাড়ি', কঙ্কর-সঙ্কুল-বেলাভূমে
কোন্ কুগ্রহের বশে গিয়ে, আলিঙ্গন কর চিতা-ধূমে ?
কে শিখা'লে তোমাদের এই গুপ্তহত্যা—নরকের খেলা ?
আত্মহত্যা—পাপে মতি দিয়ে কে দিলে এ বোমা-অগ্নিগোলা
সহোদর ভাই ভাই মিলে থাক গৃহে, মতভেদ নিয়ে
হয় নাকি মতান্তর কভু ? তা'বলে ছুরিকা বসাইয়ে
কে দেয় কাহার বুকে কবে ? একি নয় আসুরিক লীলা ?
বৃটন করেনি কভু হিত ? ধূয়ে ফেল মন-দ্বেষ-মলা।
ঠগীদের অত্যাচার হ'তে এ দেশে কে দিল মুক্তি-দান ?
গঙ্গা-গর্ব্ভে সন্তান-নিক্ষেপ নিবারিল কোন্ মতিমান ?
কে উঠাল সতীদাহপ্রথা—জীবন্ত সে নারীর দাহন ?
গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপি' কে ছড়া'লে জ্ঞানের কিরণ ?

পোষ্টাফিস, বৈদ্যুতিকতার, মুদ্রাযন্ত্র, বাষ্পীয় শকট
এ দেশে কাহার অনুগ্রহে ? মনে ভাব আনিয়া বিকট
উগ্রমূর্ত্তিধরা অতি ভুল, শতবর্ষ-উপকার-স্তুপ
এত শীঘ্র বিস্মৃতি-সিন্ধুতলে ফেলে দেওয়া অতি অপরূপ,
ফিরে এস, ফিরে এস ঐ ভ্রমের কুটিল পথ হ'তে ;
যে স্রোত এসেছে নিজ হ'তে, নেও নেও তায় বুক পেতে
কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-উন্নতি-কল্পে দেও ঢেলে মন প্রাণ ;
ও কুপন্থা ত্যাগ ক'রে এস, কর্ম্মক্ষেত্রে হও গরীয়ান্।
যে দেশ হইতে বিনিঃসৃত নীতিগর্ভ বেদান্ত-বচন ;
সে দেশ করো না কলুষিত আর পাপ-শোণিতে এমন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হে মায়ের প্রিয়পুত্র, মাতৃগতপ্রাণ!
হে প্রণম্য মহামান্য সুজ্ঞানি ধীমান্!
পূজ্য তুমি গুণে মানে সুকৃতি বৈভবে,
নহ কভু বিচলিত দুর্দ্দৈব-আহবে।
অটল অচলসম জনম-ভূমির
সাধিতেছ সদা হিত; বিলোল শরীর,
পক্ক কেশ, তবু কর্ম্মে নহ ত বিরত;
সময়াসময় নাহি, খাটিছ সতত।
তাই এ কৃতজ্ঞ ভক্ত দেশবাসী-প্রাণ
তব পদে বিলুণ্ঠিত, ভাসে দু'নয়ান!
চারিভিতে পুঞ্জীভূত দুঃখ-দৈন্যাধার,
তা'র মাঝে আহা স্বর্ণ-আলোক-সঞ্চার
উষার অরুণসম করিতেছ তুমি,
জেগে উঠে ধীরে ধীরে তমোময়ী ভূমি।
বহুবর্ষ তমঃমেঘাবৃত এ ভারত,
বিদ্যাশিক্ষা-অবসর হ'তে এ যাবৎ
উৎসর্গিয়া প্রাণ তুমি সরাইছ তায়;
কত ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র শির দিয়া যায়,
না জানি দেবতা কোথা? কোন্ দেবলোকে?
মনে হয় নরকায়া ধরি' এ ভূলোকে,

তুমি তা'র মাঝে এক এসেছ গুণেশ !
দেখি দেব গুণরাশি তোমাতে উন্মেষ,
হে দেবতা ! নমি পায়, নমি পায় হায় !
কত কথা মনে জাগে হেরিয়া তোমায়।
নিদাঘ-সন্তপ্ত দেশে গতি বরষার
হ'লে যেন হয় আশা, তেম্নি গুণাধার !
তোমা পেয়ে মনে হয়—এ শ্মশান-স্থল
হবে সৌধালয়ে পূর্ণ, পুনঃ ভাগ্যফল
ফিরিয়া আসিবে কৃষি-শিল্প-ব্যবসায়,
ফিরিবে শ্রী ভারতের, শমন শঙ্কায়
লইয়া অকাল মৃত্যু পলাইবে দূরে ;
যাবে অন্ন-হাহাকার বিস্মৃতির পারে।
হে দেবতা ! তাই হ'ক, তাই হ'ক—চাই ;
যেন নাহি হয় স্বপ্ন, ধাতারে জানাই।
আর গো জানাই—দীর্ঘ আয়ু পেয়ে তুমি
দেখে যাও শেষে সুখময়ী মাতৃভূমি !

অভিষেকোপলক্ষে।

সপ্তম এড্ওয়ার্ড-বিরহ-আঁধারে ছিল বিষণ্ণা ধরণী,
নবীন প্রীতি আলোকাগমে হাসিল মুখ, অমনি
উঠিল ঘন তোপ-ধ্বনি দিক্‌দিগন্ত ধ্বনিয়া ;
"পঞ্চম জর্জ্জ সম্রাট পদে আসীন" জগতে ঘোষিয়া,
রঙ্গালয়ে প্রীতিনাট্য তুলে আনন্দ-লহরী ;
বিশাল রাজ্য জুড়ি' আনন্দ, ভুলি দৈন্য আ মরি !
সরলপ্রাণ প্রকৃতিপুঞ্জ প্রীতি-অশ্রু ঢালিয়া,
নব সম্রাটে ভক্তি-পুষ্প অর্পে হৃদয় খুলিয়া।
কি মধুর দৃশ্য জগতে ! কি পবিত্র সুখ-প্রীতি।
এ থাক্ চির, যেন দু'দণ্ডের না হয় এ ক্ষীণ স্মৃতি।
হে বরেণ্য অগ্রগণ্য বৃটিশকুল-শিরোমণি !—
প্রকৃতি-প্রাণ "পঞ্চম জর্জ্জ" হে সম্রাট মহামানি !
উচ্চমানে গৌরবান্বিত হীরক-মুকুটে ভূষিত—
আর্য্যকুল-পূজিত পূত ময়ূরতক্তে শোভিত—
হে মহান্ ভাগ্যবান্ ! লভ সুযশঃ, লভ কৃতি,
লভ পদোচিত গৌরব,—যাহা সত্য পূজ্য অতি।
রাজ্য-শাসন-গুরুভার, প্রকৃতি-রঞ্জন সার ধর্ম্ম
এ জ্ঞান থাক্ হৃদয়ে তব, কর্ম্ম জগতে সার কর্ম্ম।
হে সম্রাট ! বড়ই আশে আশ্রিত নত প্রজা মোরা
প্রার্থি অতি বিনীত বচনে যেন ঘুচে এ অশ্রুধারা।
করুণহৃদয়া "ভিক্টোরিয়া", "সপ্তম এড্ওয়ার্ড" মহামতি-
তব পিতামহী, পিতা যেন তব হৃদে জাগে নিতি।
হও দীর্ঘায়ু রামসম, হও নীতিজ্ঞ মহাযশা,
সীতাসমা হ'ক্ "মেরী", প্রকৃতিপুঞ্জ-এই আশা।

পত্র।

(স্বামীর প্রতি, স্ত্রী)

প্রিয়তম ! প্রীতিপূর্ণ তব লিপিখানি ;
রেখেছি হিয়ার মাঝে করিয়া গাঁথনি
প্রত্যেক কথাটী তার, প্রত্যেক অক্ষর।
কারে দিয়ে "গ্রামলক্ষ্মী" নামটী সুন্দর
দেছ লজ্জা ? মরে যাই ভালবাস অতি ;
কিসেয় গৌরব মম ? পালি তব নীতি।
আমি ক্ষুদ্রা, ক্ষুদ্র পল্লী-প্রান্তে এক কোণে
পড়ে অন্ধকার-ক্রোড়ে ; মৃদু কলস্বনে
কৃশাঙ্গী জাহ্নবী হেথা ধীরে ব'য়ে যায় ;
কত পণ্যভরা তরী বক্ষে শোভা পায়।
তা' দেখে অতীত কত স্মৃতি জাগে মনে ;
তুলে উদ্বেলিয়া হৃদি ; জাগ্রত স্বপনে
কত দেখি, কত কাঁদি, কার আশীর্ব্বাদ—
শুভ উত্তেজনা দেব ! কাহার প্রসাদ
পেয়ে ক্ষীণ দেহলতা সবল সুন্দর ?
মনে হয় খাটি দিবানিশি-নিরন্তর।
তুমি যে চরকা কিনে দেছ, সূত্র তায়
কেটে পাই সুখ, ছোট খোকার জ্বালায়

তিষ্ঠিতে না পারি, করে "লুমের" আব্দার ;
বিদ্যালয় হ'তে এসে বড়দাদা তার
সুচিকণ বুনে বস্ত্র, সে কি রয় স্থির ?
কত মতে সুধাইয়া সাজাইয়া বীর,
হাতে যষ্টি দিয়ে তারে খেলায় প্রাঙ্গণে
ছেড়ে দি, ভাল সে যুঝি সমযোগ্যসনে
ধূলি-ধূসরিত ক্লান্ত হ'য়ে ক্ষণ পর
আসি ক্রোড়ে নেয় শত চুম্বন, আদর !
গরীবের মেয়ে নিয়ে এক পাঠশালা
খুলিয়াছি, গৃহ-কর্ম্ম অবসর-বেলা
তা'তে দি, বড়ই তারা শ্রদ্ধা করে মোরে ;
রামায়ণ-ভারতের কাহিনী সুস্বরে
যবে পড়ে, যবে পড়ে আর্য্য-গুণ গাথা—
রাজস্থান-ইতিহাস, কর্ণে ঢালে সুধা।
দেবর স্নেহের মণি শিল্প-বিদ্যালয়ে
নিত্য যায় অপরাহ্নে, অলপ সময়ে
শিখিয়াছে চারু শিল্প, টেবিল, চেয়ার
বেশ গড়ে, কৃষিতেও বড় রিজ তার।
আমাদের ছিল যত অনুর্ব্বর স্থান
খুঁড়ি ফেলি' সার দিব্য করিছে বাগান।
কত আম, জাম, লিচু ভক্তি-উপহার
পাবে বাড়ী এলে ; পাবে তৃপ্তি রসনার।
এ বৎসর দেশে ধান্য ফলিয়াছে বেশ,
ভূস্বামীর কৃপাদৃষ্টি ইহাতে বিশেষ।

খনিত হয়েছে রুদ্ধ খাল নালা যত,
নাহি জলাভাব, ক্ষেত্র শস্যে সুশোভিত।
দু'বেলা জুটিবে অন্ন, সুখের সংবাদ
এর চেয়ে কিবা আছে? বড়ই বিষাদ —
কোথা হ'তে আসিয়াছে ম্যালেরিয়া জ্বর ;
পল্লী জুড়ি' বসিয়াছে ক'রে আড়ম্বর,
দীর্ঘকাল ভুগে ভুগে যদিও তাহার
ছাড়াইনু হাত, দেখি ধোঁয়া চারিধার।
একটু হাঁটিতে গেলে মাথা পড়ে ঘুরে ;
শীর্ণ ম্লান কায় কাঁপে বাতাসের ভরে।
সাধের চিকুরগুচ্ছ রুক্ষ উঠে যায়,
পড়িয়া বিপদে বড়, না পেয়ে উপায়
জানাইয়াছিনু তোমা, তুমি বিচক্ষণ
বৈদ্য বটে, পাঠায়েছ করিয়া যতন
সৌরভিত সুশীতল তৈল উপকারী,
পেয়েছি সুফল মেখে, পূর্ব্ব শ্রী আ মরি!
আসিয়াছে অঙ্গে, কেশে, এসেছে মাথায়
শান্ত স্নিগ্ধ ভাব, তব ব্যবস্থা-কৃপায়
এ যাত্রায় পেছি রক্ষা, এ দ্রব্য স্বদেশী
জানিয়া হইনু প্রীত, আরো দুই শিশি
এনো নাথ! শারদীয় পূজা সম্মুখীন ;
পাবে ছুটী ; এসো গৃহে উৎসবের দিন।
থেকো না বিদেশে লয়ে ম্লান মুখ-ভার,
মা চাহিয়ে পথ, চোখে স্নেহ অশ্রুধার।

উচ্ছ্বাস

এসো নাথ ! বড় আশা—এক প্রাণে দুটী
দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা-পদতলে লুটি'
ভুলে যাই দুখ, ব্যথা, পাই শক্তি প্রাণে,
খাটিতে সক্ষম হই সংসার-প্রাঙ্গনে।
সরাইয়ে বাধা-বিঘ্ন-তমঃ-জাল-ঢাকা,
সন্তানে দেখায়ে যাই দীপ্ত আলো-শিখা,
আমার আকাঙ্ক্ষা নাথ ! আমার কামনা
কি তব অজ্ঞাত আছে ? কি তব অজানা ?
কি আর লিখিব বেশী ? জান ত সকল
স্বামিন্ ! দেবতা ! প্রভো ! হৃদয়ের বল !
শ্রীচরণে কোটি কোটি সভক্তি প্রণতি ;
খোকাদের আর সকলের শুভ ইতি।

মায়ের আগমন



(১)

চারিভিতে শঙ্খ-উলু উলু ;
মা বুঝি কৈলাস হ'তে আসিছে কনক-রথে ?
নাহি খোকা-আঁখি ঢুলু-ঢুলু !
চারিভিতে শঙ্খ-উলু উলু ॥
সরম-ঘোমটা থেকে ফুলবালা আড়চোখে
বার বার শূন্যপানে চায় ;
গুঞ্জরি' ভ্রময় অলি, বিহগ শাখায় ঢুলি'
সুমধুর আগমনী গায়।
উষার কনক-পটে আজি কি মাধুরী ফুটে !
কি মধুর সুস্নিগ্ধ কিরণ !
মরা নদী বেঁচে উঠে পিঠাপিঠি খেলে, ছুটে
পোনা-পুঁটি প্রিয়-দরশন।
মা আনন্দময়ী আসে, কি আনন্দ সুখোচ্ছ্বাসে
আসে বাসে সুদূর প্রবাসী ;
রোগ-শোক-অনশনে ক্ষীণ হতভাগ্য-প্রাণে
জাগে শক্তি, মুখে ফুটে হাসি।

(২)

ঐ মৃদু নূপুরের ধ্বনি।
মা ত্যজি' কনক-রথে, নেমে বুঝি ধরা-পথে
ফেলে রাঙা চরণ দুখানি।
ঐ মৃদু নূপুরের ধ্বনি।

ধান্য-শীষ সারি গাথা প্রণমে নোয়ায়ে মাথা,
কাশ-গুচ্ছ বায়ু-ভরে দুলি'
ব্যঙ্গয়, নীলাঙ্গ তুলে সাগর উথল কূলে
মাখিতে মায়ের পদধূলি।
সুধা গন্ধে ভুর্ ভুর্ সেফালিকা ঝুর্ ঝুর্
ঝ'রে পেতে দেয় ক্ষুদ্র বুক ;
জাগে আশা ক্ষীণ প্রাণে মার পদ পরশনে
পাবে প্রীতি, পাবে স্বর্গ-সুখ।
সুন্দর কোঁকড়া চুল শিরে পিঠে দুল্ দুল্,
রাঙা ঠোঁটে হাসির লহর
খোকা খুকী রাঙা হাতে রাঙা ফুল ছুঁড়ে পথে
"মা—আ" "মা—আ" ঢালি' সুধাস্বর।

(৩)

ঐ এল জগত-জননী।
ওরে ভাই! ছাখ্ চেয়ে, ছাখ্ দিব্য আঁখি নিয়ে
কি সুষমা ধরিল ধরণী।
ঐ এল জগত জননী।
জ্যোতির্ম্ময়ী-জ্যোতি-ভার প্রতি অঙ্গে প্রতিমার,
ছাখ্ বরাননে স্নেহ-হাসি ;
শীর্ণ অঙ্গ ক'রে খাড়া বাদ্যকর দেরে সাড়া,
বাজাওরে ঢাক্ ঢোল কাঁশি।
আয় আয় ছেলে মেয়ে ভাসা ভাসা আঁখি নিয়ে,
এস এস যুবক-যুবতী ;

এস বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ধেয়ে　　　　যষ্টি'পরে ভর দিয়ে
দীপ্ত করি ক্ষীণ আশাবাতি।
এস হে সাধক, যোগী,　　　　এস মৃতকল্প রোগী,
এস অন্নক্লিষ্ট নর-নারী ;
সংসারে মরমাহত　　　　এস হে তাপিত, ভীত,
নিয়ে দীর্ণ মর্ম্ম-আঁখিবারি।
এস ধনি! এস মানি!　　　　ভু'লে দ্বেষ, হানাহানি
ভুলে জাতিভেদ, প্রতারণা ;
দেশ দুঃখ-দৈন্যাধাঁরে,　　　　নিত্য কত জন মরে,
মনান্তর একালে সাজে না।
মা মোদের দুঃখহরা　　　　ত্রিতাপনাশিনী তারা,
অন্নপূর্ণা রাজরাজেশ্বরী ;
কি অভাব? কিবা দুখ?　　　　হ'লে তার একটুক
কৃপা, দূরে যায় বিভাবরী।
বহু বরষের পর　　　　মার দৃষ্টি শুভকর
পড়েছে এ দুস্থ দেশ-প্রতি ;
মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়,　　　　দুর্দ্দিন না চির রয় ;
এস করি মার পদে নতি।

সন্ন্যাসী।

(১)

নদী-তটে রয় বটতরু এক
দীর্ঘকায় সুবিশাল ;
তার নিম্নে রয় একটি সন্ন্যাসী
নাহি জানি কত কাল।
চাঁচর চিকুর বাঁধিয়াছে জটা,
ছাই-ভস্মে হীনপ্রভ অঙ্গ-চ্ছটা,
নির্ব্বাক্, মুদিত নয়ন-যুগল,
সম্মুখেতে ধূনি জ্বলে জ্বল্ জ্বল্,
কল্ কল্ কল্ নদী ব'য়ে যায়,
নর-কোলাহল নাহিক তথায়,
নাহি কোন মায়া-ছল্।

(২)

কোথা হ'তে এসে তথা ক্রমে ক্রমে
এক পর্য্যটক জাতি
বাঁধে সারি সারি পর্ণের কুটীর,
সন্ন্যাসী উদ্বিগ্ন অতি।
কেউ এসে চায় চরণের ধূলা,
কেউ দীক্ষা হেতু ঘুরে দুই বেলা,

কেউ রোগ-মুক্তি ঔষধিটী চায়,
কেউ চেলা হ'তে লুটায় দু'পায়,
কেহ নাহি পায় কোনও উত্তর,
কেঁদে চলে যায় নিরাশ অন্তর,
চঞ্চল সন্ন্যাসী-মতি।

(৩)

টলিল সন্ন্যাসী- যোগের আসন,
বিচলিত মৌন ব্রত;
পেয়ে জনশ্রুতি দূর পল্লী হ'তে
আসে লোক শত শত।
কেউ ভেবে সাধু ভকতি জানায়,
কেউ ভেবে ভণ্ড উপহাসি' যায়;
হইল সন্ন্যাসী নিতান্ত অস্থির,
একদা নিশীথে ত্যজি' নদী-তীর
চলে গেল দ্রুত, দেখে লোক প্রাতে,
নাহিক সন্ন্যাসী, কারো খেদ চিতে,
কারো মুখে ঠাট্টা কত।

(৪)

নীরব বিশাল নিবিড় অরণ্য,
বিস্তারিয়া শাখা ডাল
রয় উচ্চ শিরে করি ঘেঁসাঘেঁসি
তমাল, পিয়াল, শাল।
নদী ঋজু হ'য়ে তার মধ্য দিয়া
দূর দূরান্তরে গিয়াছে বহিয়া,

তথায় সন্ন্যাসী লইল আশ্রয়,
পূর্ব্বাশ্রম হ'তে সে যে দূর হয়,
দিব্য বাঘ-ছাল পাতিয়া বসিল,
বিপুল আনন্দ মনেতে আসিল,
আর নাহি সে জঞ্জাল।

(৫)

যায় কিছু দিন ধ্যানে, নিরাপদে,
একদা দিবার শেষে
যবে আসে সন্ধ্যা, কি একটী স্বর
তার সনে আসে ভেসে।
অতি মর্ম্মভেদী করুণ সে স্বর
কাঁদাইয়া তুলে পশুর(ও) অন্তর,
বৃক্ষ-লতিকার ঝরে অশ্রুনীর,
ব'য়ে যায় হা হা করিয়া সমীর,
ভাঙি যোগ স্বর তুলে আকুলিয়া;
তীর বেগে যায় সন্ন্যাসী ধাইয়া
স্বর লক্ষি' ঊর্দ্ধশ্বাসে।

(৬)

কিছু দূরে গিয়া দেখে বহু গাছে
নাহিক একটী পাতা;
নগ্ন জীর্ণ শীর্ণ প্রেত-মূর্ত্তি মত
কত নর-নারী তথা
পড়িয়া রয়েছে ভূতল-শয়নে,
আসে মৃত্যুচ্ছায়া পাণ্ডুর বদনে,

আসে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হ'য়ে অতি,
নিভে আসে ক্রমে নয়নের জ্যোতি,
পেট কুক্ষিগত, কয়টি দশন
বাহিরিয়া আছে,—ভীষণ-দর্শন,
হইল ব্যথিত অতি।

(৭)

উত্তরী ভিজায়ে আনি নদী-জল
সন্ন্যাসী কাতর প্রাণে
তাহাদের কণ্ঠে বিন্দু বিন্দু করি'
ঢালে বৃথা সযতনে।
অন্নাভাবে প্রাণ মরণের কোলে,
কি হইবে তায়? কোথা অন্ন মিলে—
ভাবিয়া সন্ন্যাসী দূর পল্লী-পানে
ছুটে, মৃত দেহ হেরে স্থানে স্থানে।
পল্লী-মাঝে গিয়ে আকুল কাঁদিয়া,
উঠে হাহা-ধ্বনি চৌদিক ব্যাপিয়া
দুর্ভিক্ষের পদার্পণে।

(৮)

তথা শত শত কঙ্কাল মূরতি
তাহায় ফেলিল ঘিরি';
নাহি ফুটে বাক্ অঙ্গুলি হেলায়ে
দেখায় উদর মরি!
জঠরের জ্বালা ভীষণ এমন
একে অন্যে মারি করিছে ভোজন,

সন্ন্যাসী ডাকিল, "কোথা ভগবান!
বাঁচাও বিপন্ন নর-নারী-প্রাণ,
হও হে সদয়, দাও হৃদে বল,
হতভাগ্যদের মোছ আঁখি-জল
রক্ষ দেশ কৃপা করি'।"

(৯)

উন্মাদের প্রায় গিয়ে দেশান্তরে
অতীব করুণ স্বরে
গাহিল দেশের সে দুখ-বারতা
প্রতি দ্বারে ঘুরে ঘুরে।
গ'লে গেল শুনে নির্ম্মম পাষাণ,
কেমনে রহিবে স্থির নর-প্রাণ ?
কেউ দিল চাল, কেউ দিল ধন,
কেউ হ'ল সাথী, খাটে প্রাণপণ,
এরূপে ছ'মাস অন্ন যোগাইল,
দেশের দুর্ভিক্ষ-অনল নিভিল
হাহাকার গেল দূরে।

(১০)

আসিল বরষা, তরু-লতিকার
আসিল শ্যামল শোভা ;
বীজ ধান্য বোনে চাষা ক্ষেতে গেয়ে
সন্ন্যাসীর গুণ কিবা।
গৃহে, পথে, মাঠে, ঘাটে সেই গান,
তা' শুনি' সন্ন্যাসী বিহ্বল-পরাণ,

বলে, "প্রভো ! এ কি আলোভরা দেশে
করুণা প্রকাশি' লইলে এ দাসে ?
সন্ন্যাসী সাজিনু এক পুত্র-শোকে
এবে কত জন বাবা ব'লে ডাকে।
এ দৃশ্য কি মনলোভা" !

(১১)

আঁর নাহি গেল অরণ্যে সন্ন্যাসী,
রাখি ঈশে দৃঢ় মতি
যথা দৈন্য দুখ, যথা হাহাকার
ঘুরে তথা নিতি নিতি।
তথা দিবানিশি খাটে প্রাণপণ,
নিবারে কতই প্রাণের রোদন,
দেখে তাহাদের হাসিমাখা মুখ
মর্ত্তে থাকি লভে স্বরগের সুখ,
সবে সাধু ভেবে করে নতি তায়,
দেব-জ্ঞানে পদে গড়াগড়ি যায়,
ভক্তিভরা প্রাণে অতি।

পল্লী-চিত্র।

তমঃ-আবরণ ধীরে স'রে যায়,
জেগে উঠে গাছগুলি ;
কুলায় বায়স করে ঝট্ পট্
আধ "কা ! কা !" রব তুলি।
কৃষক-বধূরা উঠি ভোর ভোর
দেয় ঘরে ঝাঁট, ছড়া ;
মাজয় বাসন, কর-শাঁখা-চুড়ি
মিঠে বোলে দেয় সাড়া।
শীতের সঞ্চার সবে ধরা-বুকে,
গায়েতে চাদর মুড়ি'
চাষা যায় ক্ষেতে দড়ি-কাস্তে হাতে,
হাতে আগুনের বিঁড়ি।
দেখিতে দেখিতে পূরব আকাশে
হেসে উঠে রাঙা রবি,
সোণার কিরণ তরু-শিরে, নীরে
ফলায় সুন্দর ছবি।
বগলেতে পুঁথি পাত্‌তাড়ি হাতে,
পাঠশালে যায় ছেলে ;
"ধা—ধা" বোলে গোধনে সামালি'
গোপাল মাঠেতে চলে।

আনাজের ঝাঁকি মাথায়, হেটোরা
হাটে যায় পথ দিয়ে,
হাতে মুড়ি-খুবি দাঁড়াইয়ে শিশু
ফ্যাল্ ফ্যাল্ দেখে চেয়ে।
দাঁড়াইয়া রয় ছোট ঘরগুলি
মাথাটীকে উঁচু করি,
আছে শাক, লাউ বেগুণের গাছ
চারিভিত প্রায় ঘিরি।
ঘরের সাম্নে পিছনে পুকুর
স্বচ্ছ নীল বারি ধরে,
তায় পোনা-পুঁটি নানাবিধ মাছ
আর হংস-হংসী চরে।
পুকুরের পাড়ে আম্র, নারিকেল,
খর্জ্জুর, গুবাক, তাল;
জলে দুলে ছায়া রয়েছে দাঁড়ায়ে
বিস্তারিয়া শাখা, ডাল।
শোভে তার পাশে বিস্তৃত শ্যামল
সর্ষপের ক্ষেত মরি!
আঁখি-প্রীতিকর হরিৎ বরণ
ফুলগুলি বুকে ধরি।
বাঁশ-ঝাড় হেথা হোথা ডোবা-তীরে
ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়ে;
বায়ুর পরশে করে খট্ খট্
পাতা ঝ'রে নীচে পড়ে।

আধেক হ'য়েছে ধান কাটা ক্ষেতে,
আধেক এখনো আছে,
সোণার বরণ ধান্যক্ষেত্রগুলি
কি সুন্দর দেখা'তেছে !
দূরে দেখা যায় ক্ষুদ্রা নদী এক
রজত-রেখার মত
পল্লী-বুকমাঝে বহিয়া এসেছে
তার শাখা খাল কত।
"ঝুপ্ ঝুপ্" জেলে জাল ফেলে তায়,
জাল ভ'রে মাছ আসে ;
পেটে লাগে ধোঁকা, চমকিয়া দেখে
রবি জ্বলে মধ্যাকাশে।
জাল গুটাইয়া মৃদুগতি জেলে
চলিল ঘরের পানে ;
উঠানে কৃষক ধান্য-বোঝা ফেলি'
তৈল মাখি' যায় স্নানে।
চক্ষু পালটিতে করে স্নান, দ্রুত
দুটি অন্ন পেটে দিয়ে
মুখে গুঁজে পান চলে তামাকুর
ধোঁয়া পথে উড়াইয়ে।
এদিকে সরলা কৃষক-ঘরণী
খাওয়ায়ে ঘরের সবে,
খাওয়ায়ে অতিথি, পতি-এঁটো পাতে
খায় অন্ন সুধা ভেবে,

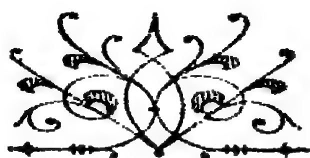
তার মাঝে চলে গলপ-গুজব
হাসি-খুসী জায় জায়,
খাওয়া শেষ হ'লে তাম্বুল-রঞ্জিত
রাঙা মুখে কাজে যায়।
ঝাড়ান ধানেরে কুলায় উড়ায়ে
কেউ রাখে রাশি ক'রে,
কেউ কুটে ধান, এমন দিনেও
অঙ্গে শ্রম-ঘর্ম্ম ঝরে।
খোকা কেঁদে খুন, ঠাকুর-মা সাম্‌লে
আর না রাখিতে পারে,
দিবা-কাজ ত্বরা সেরে মা! খাওয়ায়ে
স্তন্য-সুধা শিশুটীরে
কলসী লইয়া যায় সরোবরে,
ভরিয়া তাহাতে জল
কাঁখেতে লইয়া আসে ধীর পায়,
রুণুঝুনু বাজে মল,
পশ্চিম আকাশে ডুবে যায় রবি,
শেষ রশ্মিটুকু তার
পায় পড়ে ঢ'লে দেখে চেয়ে নারী
মোটে বেলা নাহি আর।
নীড়-অভিমুখে উড়ে যায় পাখী
মাথার উপর দিয়ে,
মাঠ হ'তে আসে ঘরে গোপালেরা
পথে ধূলি উড়াইয়ে।

আশে পাশে গাছে দু'পাঁচটী ফুল
ফুটিয়া সৌরভ ঢালে,
হাসিমুখে নারী ঘরে আসে, সন্ধ্যা
ধীরে নামে ধরা-কোলে।
দীপ্ত তারা মত সন্ধ্যার প্রদীপ
গৃহে গৃহে উঠে ফুটে;
ঝাঁজ-শঙ্খ-রব হয় দেব-স্থানে,
চাষা ঘরে আসে হেঁটে।
বৈঠকে সাজান মেচে, পা ধোবার
জল-ঘটী তার পাশে;
কৃষক তাহাতে হাত মুখ ধু'য়ে
বসে, ছেলে মেয়ে আসে।
"বাবা" ব'লে কোলে, সহস্র চুম্বন
লভে গালে স্নেহভরা,
পতিব্রতা সতী হাসিমুখে আনে
গুড়-মুড়ী-জল ত্বরা।
চাষা শিশু সবে খাওয়ায়ে, তা' খেয়ে
প্রাণে পায় নব বল;
দিবা-শ্রম-ব্যথা কোথা চলে যায়?
আঁখিদুটী ছল্ ছল্।
"ভগবান! যেন থাকে এ সুদিন",
বলে কিবা প্রীতি-ভাবে!
হে বিলাসী ধনি! এ তৃপ্তি, এ সুখ
পাও কি কখন ভবে?

প্রণাম।



আমার প্রিয় জন্মভূমি!
মায়ের মত বুকে নিয়ে স্তন্য দিয়ে পাল তুমি।
তোমার বায়ু, তোমার জল,
তোমার শস্য, তোমার ফল
করে তুষ্ট, শরীর পুষ্ট,
তাইত ধরায় বেঁচে আমি।
তোমার পাট, রেশম, তুলা
যোগায় বসন, দিন দু'বেলা
তোমার মাঠে ক্ষেতে খাটি,
তোমার বুকে ঘুমাই, ভ্রমি।
ভাল তোমার মা! স্নিগ্ধ বাতাস,
ষড়্ঋতু, আর নীলাকাশ,
ভাল শ্যামল তরুর সারি
হেথাহোথা আকাশ চুমি।
গিরি, নির্ঝর, নদী, কানন
মা বাঙ্‌লা! আর কোথায় এমন?
কোথায় এমন ধান্যভরা
সোণার ক্ষেত, মা! তোমায় নমি।



2

দশরথ।



তুমি রূপৈশ্বর্য্য-বীর্য্যবান্ নরপতি,
কিন্তু ভবে অতি দুঃখী নিজকর্ম্মদোষে ;
গৃহে বহু অঙ্কলক্ষ্মী আনিলে সুন্দরী,
সত্যে বন্দী পাঠাইলে পুত্রে বনবাসে।
নিজের কুঠার নিজ চরণে আঘাত
করিলে, লভিলে তার বিষময় ফল ;
কিন্তু নিজ বিস্মৃতির মাঝে রেখে গেলে
ধরায় দৃষ্টান্ত এই অতীব উজ্জ্বল—
বহু পরিণয়ে দোষ, অতি দোষ আর
ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত বিষয়ে অঙ্গীকার।

কৈকেয়ী।



পরমা সুন্দরী তুমি রাজেন্দ্র-ঘরণী
কিন্তু অতি দুর্ভাগিনী স্থূলবুদ্ধি অতি ;
পরিণীত পুরুষে করিলে পরিণয়,
কুসঙ্গিনী-সঙ্গ নিলে, হইল দুর্ম্মতি।
বিসর্জ্জিয়া দয়া, ধর্ম্ম, নারী-কোমলতা,
তুচ্ছ ধনৈশ্বর্য্যে মুগ্ধা, হ'লে পিশাচিনী,
সতীনের পুত্রে হেরি বিষের নয়নে,
পতি-মৃত্যু ঘটাইয়ে হলে কলঙ্কিনী ;
কিন্তু উপলক্ষ হ'য়ে দেখালে সুন্দর—
নারীর অনর্থ-মূল সতীনের ঘর।



মন্থরা।

মন তব বিষ-কুম্ভ, বাক্য ক্ষুর-ধার,
পিঠেতে ভারন্ত কুঁজ, তাই মন্দ গতি ;
কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে শব্দ দুপ্ দাপ্,
ঘন হাত নড়ে, কাঁপে ডরে বসুমতী।
বড়ই হিংসুটে তুমি, যেন ভুজঙ্গিনী,
তুমি কোন্দলের গুরু, কুমন্ত্রণা-ফাঁস ;
অবলা সরলা বালা কিছুই না জানে,
তারে ভুলাইয়া ঘটাইলে সর্ব্বনাশ।
কুটিলা রমণী তোর সম গৃহে যার,
সোণার সংসার তার হয় ছারখার।

রামচন্দ্র

ত্যজি' রাজপুরী, পরি' বাকল-বসন,
হ'লে বনবাসী, হ'লে বন্যফলাহারী
রাজপুত্র তুমি, শুধু এ কঠোর ব্রত
পিতৃ-অঙ্গীকার-ঋণ শোধিবারে মরি !
করিলে চণ্ডাল-সনে মিত্রতা-স্থাপন,
গ্রথিলে একতা-সূত্রে নরে ও বানরে ;
কি মহতী উচ্চশিক্ষা দিলে এ ধরায় !
আত্মোৎসর্গি যুঝিলে কি বনিতা-উদ্ধারে !
রাজা সমাজের প্রাণ, সন্দিগ্ধ প্রজার
এইহেতু ঘুচাইতে ভ্রম-অন্ধকার
নিলে প্রাণ-প্রেয়সীরে পরীক্ষা-মাঝারে,
এ রাজ্য-গঠন-নীতি অতি প্রশংসার ।
তুমি সুনীতিজ্ঞ, পিতৃভক্ত, বীর, জ্ঞানী ;
ধরার আদর্শ তুমি, তুমি অতি গুণী ।

সীতা



শিরীষ-কুসুম-সম সুকোমল তনু,
অন্তঃপুর-নিবাসিনী রাজবধূ তুমি ;
দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা তোমার শয়ন,
রাজভোগে পুষ্টা, ত্যজি' সুখময়ী ভূমি
পতিপ্রাণা ! পতি-সনে হ'লে স্ব-ইচ্ছায়
শ্বাপদসঙ্কুল ঘোর কাননবাসিনী ;
চতুর্দ্দশ বর্ষ র'লে খেয়ে ফল, মূল,
অরি-গৃহে কত ক্লেশ পেলে না দুখিনি !
তারপর স্বামীকৃত পরীক্ষা বিষম
কি ভীষণ ! কি কঠোর ! তবু ব্যবহার
অতি নম্র, আজীবন দেখাইলে দেবি !
স্বামী প্রতি কি গভীর প্রেম, শিষ্টাচার !
তুমি নারী-শিরোমণি, পতিব্রতা, সতী,
আদর্শস্থানীয়া তুমি, অতি গুণবতী ।



লক্ষ্মণ ।

সবেমাত্র বিলাসের প্রথম বয়স,
সুকুমার অঙ্গে সবে যৌবন-উন্মেষ ;
যুবতী বনিতা, চারু পর্য্যঙ্ক-শয়ন
ত্যজি' এ সময়ে নিলে সন্ন্যাসীর বেশ।
জ্যেষ্ঠ-দুখে দুখী তুমি, হ'লে বনচারী,
কুটীর-দুয়ারে র'লে প্রহরী নিশায় ;
জ্যেষ্ঠ-অশ্রু নিবারিতে রক্ষঃকুল-সনে
যুঝিলে বিষম, ত্যজি' জীবন-মায়ায়।
তুমি ভ্রাতৃভক্ত, বীরশ্রেষ্ঠ, গুণধাম,
সারা ধরা ব্যাপি' তাই তোমার সুনাম

ভরত।



প্রলোভনময় রাজ্য, অতুল সম্পদ
মুহূর্ত্ত না বিমোহিতে পারিল তোমায় ;
জ্যেষ্ঠের বিরহ-শোকে হ'লে মুহ্যমান,
কাঁদাইল ভ্রাতৃপ্রেম জাগিয়ে হিয়ায়।
আনি' বনবাসী জ্যেষ্ঠ-পাদুকা-দু'খানি
স্থাপিলে আপন লব্ধ রাজ-সিংহাসনে,
ধরিলে আপনি স্বর্ণ রাজছত্র করে
বসি' ভক্তদাস-ভাবে নিম্নে চর্ম্মাসনে।
কি নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃপ্রেম! কি ত্যাগস্বীকার!
এ সংসারে দিব্য শিক্ষা চরিত্রে তোমায়।

গর্ব্বিতা।

প্রজ্বলিত বহ্নিসম তব রূপরাশি
অঙ্গে অঙ্গে বিচ্ছুরিত, মনোমোহকর ;
অলক্তক-রাগ-রক্ত নূপূর-গুঞ্জিত
রাঙা পদ-ভরে কাঁপে ধরা থর থর।
শত তীক্ষ্ণ শর প্রতি অপাঙ্গ-ঈক্ষণে
বিষের কলস হাসিভরা রাঙা ঠোঁটে ;
তুমি ধনি ! গরবিনী, মানিনী, সাপিনী,
ভর্ত্তার দ্বিতীয়া রাণী তুমি হৃদি-পটে,
শান্তির সংসারে তুমি অশান্তি বাঘিনী,
হাস্য-মুখরিত গৃহে আন হাহাকার ;
আপনার পদে বিঁধ আপনি কণ্টক,
পিশাচীর সম তব রুক্ষ ব্যবহার।
নির্ব্বোধ সে গৃহে তোমা’ যে আনে মোহিনি !
থাকিতে প্রথমা অনুগতা প্রেমাধিনী।

রমণী।



অয়ি প্রাণারাধ্যা মোহিনী প্রতিমা! অয়ি হৃদি-বিলাসিনি!
কি তব সৌন্দর্য্য, কি গুণ-গরিমা, কি দিব্য মূরতিখানি!
কি তব চরণ-চুম্বিত কুন্তল, ললাটে সিন্দূর-ফোঁটা
জ্বলে জ্বল্ জ্বল্, বঙ্কিম নয়নে অরুণ-কিরণছটা।
রাঙা ঠোঁটে কিবা বিজলীর হাসি—আঁধারে আলোকরাশি;
কোমল মৃণাল-বাহুযুগে কিবা অমিত শক্তি, আসি'
বীর-হৃদি লুটে রাঙা পদে তব, তোমার মধুর বাণী
সুপ্ত হৃদয় তুলে জাগাইয়া, অয়ি গো হৃদয়-রাণি!
যদি আসি, হৃদে বিজয়-শঙ্খ বাজাও, তবে কি ভয়?
কি ভয় মরণে? সে মরণে সুখ, অমরত্ব শুভময়।
হে দেবি! তোমার মঙ্গল-পরশে পুরুষে দেবত্ব আসে,
রুগ্ন ভগ্ন দেহে আসে বল-বীর্য্য, অসুর পলায় ত্রাসে।
সুমতিদায়িনী বীনাপাণি তুমি, ত্রিশূলধারিণী ভীমা;
সংসার-আলয়ে গৃহলক্ষ্মী তুমি, গুণের নাহিক সীমা।
বিপদে সম্পদে জীবন-সঙ্গিনী, কায়ার ছায়ার পারা,
তুমি শুভময়ী, আঁধার-সংসার-আকাশের ধ্রুবতারা।
তুমি নাই যথা তথায় শ্মশান, তথায় গো হাহাকার;
তোমার বিরাগে রণে পরাজয়, স্বর্ণালয় কারাগার।
তব মানামানে জীবন মরণ, এ সারা সংসার জুড়ে
রহিয়াছ তুমি অয়ি মনোময়ি! এ দগ্ধ জীবন প'ড়ে
এক বিন্দু তব লভিতে প্রসাদ, কৃপা কি হবে না হায়!
এস হৃদে এস, দীন হীনে দেবি! লও গো করুণা-ছায়।

জীবন-সঙ্গীত।

তুচ্ছ হীন অপদার্থ মত যেতেছি এ কোথা তলাইয়া ?
নীচমতি কোথা নিয়ে যায় জীবনের সামর্থ্য টুটিয়া ?
এই সবে আরম্ভ সংগ্রাম—এই সবে প্রথম সময় ;
আগে হ'তে বিভীষিকা হেরে হীন প্রাণ কেন পাও ভয় ?
চলিতে দুর্গম বন-পথে পথ-ভ্রম যদি ঘটে যায়,
বিবেকে ধিক্কারি' পুনঃ ফিরে চল, কেন অধীরতা হায় ?
কেন এ হীনতা ? বাঁধ বুক, সহিষ্ণুতা —মনুষ্যত্ব-বল,
নিন্দুকের নিন্দাবাদ—সে ত আবর্জ্জনা, নরকের মল।
মূঢ় মন ! কেন অধীরতা ? মুছে ফেল নয়নের জল ;
তোষামদ—নীচত্ব আত্মার, তোষামদে প্রেতাত্মা সকল—
যাক্ তারা ঐশ্বর্য্যের দেশে, ক'দিন অনিত্য তুচ্ছ ধন ?
কয় দিন বিষয়-মত্ততা, লোকত সম্মান উচ্চাসন ?
সূক্ষ্মদর্শী বিধাতার চক্ষু এড়াবার সাধ্য আছে কার ?
তাঁরি পায় মান, অপমান, সুখ, দুঃখ জীবনের ভার
রেখে সাধু-পদাঙ্কিত পথে ধীরে ধীরে হও আগুয়ান ;
জীবনের আরম্ভ সংগ্রাম এই সবে, কেন ম্রিয়মাণ ?

ময়ূরভঞ্জাধিপতি

মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর

মহারাজ ! কি উজ্জ্বল গৌরব-মুকুট
সুশোভিত তব শিরোপর ;
সৃষ্টির প্রভাত হ'তে আজিও ধরায়
সর্ব্বত্রই গুণীর আদর।
গুণে মানে যেই পূজ্য, স্মৃতির মন্দিরে
উচ্চাসনে, অমর সে জন ;
লভুক সাম্রাজ্য শত ঐশ্বর্য্যাভিমানী
তুচ্ছ সব, নিশার স্বপন।
মোহান্ধ বিলাসী নিত্য বিলাস-আলসে
গড়ে শত স্বর্গ কল্পনার ;
দেশ-হিত-ব্রতে পূত উৎসৃষ্ট জীবন
প্রকাশে মহত্ত্ব আপনার।
মহারাজ ! তব গুণে মুগ্ধ দেশবাসী
ইহা কম গৌরবের নয় ;
কি সভা, সদনুষ্ঠানে, সাহিত্য-আগারে
তুমি যে রয়েছ গুণময় !
তুমি যে বিপন্ন-পাশে দরিদ্র-কুটীরে
করুণ হৃদয়খানি নিয়ে ;
দুখিনী ভারত মার সুযোগ্য সন্তান,
ভাই-বোনে যাওনি ভুলিয়ে।
দীর্ঘজীবী হও নৃপ ! দরিদ্রের আশা ;
তাই সবে চাহিয়া বদন ;
ঘুচিবে মায়ের অশ্রু, তুমি যে মায়ের
অন্যতম উজ্জ্বল রতন।

স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়।

অর্থাভাব, দৈন্য তব প্রথম জীবনে
দিয়াছে না দুঃখ, ব্যথা কত?
উন্নতির পথে বটে সে এক বিষম
মহা অরি কণ্টকের মত।
কিন্তু কি কুয়াসা পারে রাখিবারে ঢেকে
দিনকরে? সে যে জ্যোতির্ম্ময়;
জ্যোতিঃ তার নীলাম্বরে যবে ফুটে উঠে,
স'রে যায় শঙ্কিত হৃদয়।
ভক্তিময় প্রেমময় প্রহ্লাদ-চরিত
আহা মরি! তব সৌভাগ্যের
প্রতিভা-স্বর্গীয় বিভা, করি মুখোজ্জ্বল
কিবা প্রীতি দিল এ বঙ্গের!
কত কাব্য, কত নাট্য, গ্রন্থ-রত্ন কবি!
তার পর বঙ্গমাতা-পায়
উৎসর্গিয়া পেলে মার স্নেহাদর কত,
উচ্চাসন লভিলে ধরায়।
কে বলে গো রেখে যেতে পার নাই কিছু?
সে মূঢ়!—কি অমূল্য রতন
রেখে গেছ এ ধরায়, কেমনে চিনিবে,—
তুচ্ছ সে সম্পদে যার মন?

আহা কবি ! রেখে গেছ কি গ্রন্থ-সম্পদ !
চিরদিন রবে এ অক্ষয় ;
এ হেন ঐশ্বর্য্য যার, যথার্থ সে ধনী,
ম'রেও সে অমরত্ব লয়।
তাই আজো বঙ্গভ্রাতা- স্মৃতি-নীলাকাশে
দীপ্ত তুমি, রয়েছ বসিয়া ;
কবি তুমি, জ্ঞানী তুমি, অতি প্রীত মোরা
তব পদে ভক্তি-পুষ্প দিয়া।

ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।*

কেগো তুমি এ অভাগা-মরুভূ-পরাণে
স্নিগ্ধ বারি দাও ছড়াইয়া ?
যশের দুন্দুভি-নাদে নাহি স্পৃহা, সুখী
সন্তর্পণে দীনে হৃদি দিয়া।
নিঃসম্বল নিরুপায় রোগ-রুগ্ন যথা,
তথা তুমি জলভরা চোখে
(সময়াসময় নাহি আহার-নিদ্রার,)
নিশিদিন ঘুর ম্লানমুখে।
এ ধরায় আসিয়াছে কয়জন হেন
উদার করুণ প্রাণ নিয়ে ?
হে আমার—দরিদ্রের মিত্র ! পূজ্য দেব !
রও ভবে দীর্ঘজীবী হ'য়ে।

---

* ইঁহার বাড়ী ফরিদপুর জেলার আমগ্রামে। ইনি এখন মহিষাদলের রাজাবাহাদুরের গৃহ-চিকিৎসক।

শুভাশীর্ব্বাদ।

মা !

সৌন্দর্য্য-সঙ্গীত ভরা অনন্ত সুখের ধরা,
বাসন্তী ঊষার হাসি মত—
তুই মা আসিলি যবে, নিদাঘ-সন্তপ্ত প্রাণে
শত ফুল হ'ল বিকশিত।
শত বিহগের গান জাগিয়া উঠিল, হৃদি-
মন হ'ল সৌরভে আকুল ;
সুবর্ণ-কিরণ মাখি ব'য়ে গেল আশা-ঢেউ
কি সুখের কুল্ কুল্ কুল্ !
মা ! তুই আসিলি যবে অলস এ বাহুযুগে
শূর-শক্তি উঠিল জাগিয়া ;
চম্পক-অঙ্গুলি-দামে দেখাইয়া কর্ম্মক্ষেত্র,
পর্ণে গৃহ দিলি মা ছাইয়া।
যেন দীন গিরি-গৃহে আপন মহত্ত্ব নিজে
লুকাইয়ে ভিখারিণী সমা
ছিলি তুই এত দিন মা অন্নদে ! মা শুভদে !
প্রহ্লাদিনী সুবর্ণ-প্রতিমা !
আজ যাস্ নিজ গৃহে, কি শক্তি রাখিব ধ'রে,
এযে শিবে শকতি-মিলন ;
পুরুষ-প্রকৃতি বিনা সোণার সংসার কোথা
কোন্ যুগে হয়েছে গঠন ?

মোর বুক-চেরা ধন ! তার অঞ্চলের নিধি !
সোহাগের সোণার প্রদীপ !
যা তুই, লক্ষ্মীর মত আলো কর্ গিয়ে ঘরে
নিয়ে ভালে সিন্দুরের টিপ্ ।
"পতি ধর্ম্ম" "পতি স্বর্গ" জানিও মা ! বাছা তুমি
জেনো লক্ষ্মী রমণী সুশীলা ;
প্রেম দিয়ে, প্রীতি দিয়ে এরে নিও গ'ড়ে বাছা !
ক্ষমি দোষ, করিও না হেলা ।
সংসারে মানুষ হ'তে চাই গিরিসহিষ্ণুতা,
চাই জলদের কৃপাবারি ;
চাই ধরিত্রীর ক্ষমা, তবে যশঃ-কৃতি মিলে,
তোমাদের মাঝে যেন হেরি ।
উঠে কিবা হুলুধ্বনি, মাঙ্গলিক শঙ্খরব !
আশীষি স্নেহাশ্রু ঢালি শিরে,—
ধাতা কৃপা পেয়ে দুটি দীর্ঘায়ু হইয়ে ফুট
শশাঙ্ক-জোছনা মত ধীরে ।

শুভ পরিণয়।



(১)

দাক্ষিণাত্য দেশে ভীমা-নীরা নদী
কল্লোলি মিশিছে যথা,
পররাজ্যলিপ্সু রাজা দ্রোণায়ন
রাজত্ব করয় তথা।
সামন্ত রাজারা প্রতাপে তাহার
ভয়ে নত, অনুগত ;
কিন্তু হৃদি-মাঝে অশ্রদ্ধা, বিদ্বেষ
দিনে দিনে পুঞ্জীভূত।
কেবল নৃপতি রাজেন্দ্রগড়ের
মল্লশূর শক্তি-বলে
প্রতিহত ক'রে রেখেছিল তায় ;
তার পরলোক হ'লে
তার শিশু পুত্র পুষ্পহাস-স্থলে
ঝল্লকণ্ঠ মন্ত্রীবর
রাজকার্য্য ভার লইল তুলিয়া
বাধ্য হ'য়ে শিরোপর।
এ এক সুযোগ দেখিল দুর্ব্বুদ্ধি
ধূর্ত্ত রাজা দ্রোণায়ন,

গজেন্দ্রগড়েরে আক্রমিল আসি,
ঝল্লকণ্ঠ করে রণ।
শত্রু পরাজয়ি' ঝল্লকণ্ঠ যবে
সগৌরবে ফিরে পুরে,
চকিতে বিঁধিল ভদ্রসোমা-আঁখি
মরমে কটাক্ষ-শরে।

(২)

জ্যোৎস্না-প্লাবিত চারু সৌধালয়,
কুসুমিত উপবন;
ফুল-বাস হরি' ঢালিয়া সৌরভ
চুলি' বয় সমীরণ।
থাকিয়া থাকিয়া "পিউ পিউ পিউ"
পাপিয়ায় তুলে তান,
ত্যজি' বীর-বেশ মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ
কি ভাবে বিভোর প্রাণ!
এমত সময়ে লিপি একখানি
দূত আসি দিল করে;
আনন্দে তা' মন্ত্রী পড়ি বারবার
চুম্বিল পুলকভরে।

(৩)

ঝল্লকণ্ঠের হ'ল সন্ধি এক
রাজা দ্রোণায়ন-সনে,
বিন্দু-বিসর্গ কেউ না জানিল,
হ'ল অতি সঙ্গোপনে।

উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা র'ল তা'তে
দ্রোণায়ন-অঙ্গীকার—
"মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠে দিবে পরিণয়
ভদ্রসোমা কন্যা তার",
সেই হ'তে মন্ত্রী সংগ্রামেতে শুধু
বাধা মাত্র করি ভাণ
গজেন্দ্রগড়ের বহুলাংশ ক্রমে
দ্রোণায়নে করে দান।

(৪)

নীরা ও ভীমার সঙ্গম-সম্মুখে
ভদ্রসোমার মরি
পুষ্প-বাটিকা ; সুরম্য শৈলের
নির্ঝরিণী ধীরি ধীরি
পুষ্প-বাটিকা- পদ ধৌত ক'রে
মিশে গিয়া নীরা-নীরে ;
তথা ষড় ঋতু ধ'রে মূর্ত্তি যেন
সতত বিরাজ করে।
তথা শিলা-পট্টে ফুল-সাজে বসি
ভদ্রসোমা করতালে
নাচায় ময়ূরে, হীরক-বলয়
বাজে রুণু রুণু বোলে।
আশে পাশে উড়ে মধুপ-নিকর
গুণ্ গুণ্ গুণ্ স্বরে,

ভদ্রসোমার হাসিমাখা মুখে
ফোটা ফুল মনে ক'রে।
এ হেন সময়ে ধীর পায় আসি'
ঝল্লকণ্ঠ মৃদু হাসি'
ধরিল মৃণাল কর দু'টি চাপি ;
আরক্ত নয়নে রুষি'
ফণিনীর সমা গর্জ্জিয়া কহিল
ভদ্রসোমা ঘৃণা-স্বরে—
"মন্ত্রিন্! বীরের নহে রণক্ষেত্র
কেলি-কুঞ্জ, যাও দূরে।"
ঝল্লকণ্ঠ সরি দুই পদ পিছে,
বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত
বলিল, "প্রেয়সি! দেছ অধিকার,
তাই এল অনুগত।"
তীব্র কণ্ঠে বালা বলিল, "মন্ত্রিন্!
বীরত্ব-বিমুগ্ধা নারী
যদি করে শ্রদ্ধা, বীরত্ব-সম্মান ?
অন্য ভাবে তায় ধরি'
কেমনে আসিলে নারী-অন্তঃপুরে ?
কি সভ্যতা, কি শিষ্টতা !
সম্পূর্ণ তোমার অযোগ্যা এ নারী,
ক্ষম মন্ত্রী প্রগল্‌ভতা।"
বাক্-হত মন্ত্রী নিয়ে ভগ্ন প্রাণ,
নিয়ে বড় ব্যথা বুকে

চ'লে গেল ফেলি   দীর্ঘ তপ্ত শ্বাস,
শিলাপট্টে মাথা ঠু'কে
বলে ভদ্রসোমা   সজল নয়নে—
"ওগো, প্রেম যদি আসে
যোগ্যতা-গৌরব   নাহি ল'য়ে কেন
আসে, ব্যথা দেয় শেষে ?"

(৫)

প্রেম-প্রত্যাখ্যাত   ব্যথিত লজ্জিত
ঝল্লকণ্ঠ দ্রোণায়নে
দত্ত প্রভু-রাজ্য   চাহিল ফিরিয়া ;
দ্রোণায়ন ক্ষুব্ধ মনে
প্রিয় তনয়ারে   কতই বুঝা'ল,
কিছুই না হ'ল ফল ;
প্রাপ্ত রাজ্য লুব্ধ   না দিল ফিরিয়া,
মন্ত্রী শত যূথ-বল
ধরি' বাহু-যুগে,   রোষে মনস্তাপে
বাধাল তুমুল রণ ;
নষ্ট প্রভু-রাজ্য   করিল উদ্ধার,
কিন্তু ক্ষয় বহু ধন।
প্রায়শ্চিত্ত হেতু   এই অতি ব্যয়
নিজ-কোষ হ'তে দিয়ে
নিজ দরিদ্রতা   লইল বরিয়া,
প্রতিহিংসা-দীপ্ত হ'য়ে

দ্রোণায়ন-রাজ্য তীর্য্যক গতিতে
করিলেক আক্রমণ ;
দ্রোণায়ন রাজা সে বীর বিক্রমে
ভ্রাম্যমান ত্রিভুবন।

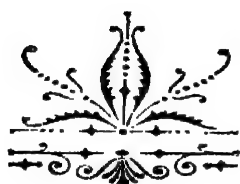
(৬)

স্ব-শিবিরে বসি ঝল্লকণ্ঠ, চক্ষে
জয়শ্রী প্রফুল্ল জ্যোতি ;
সন্ধি-পত্র দিয়ে দ্রোণায়ন-পুত্র—
ভদ্র করিল নতি।
"হবে না এ সন্ধি, বহু ক্ষতিগ্রস্ত,
রণে বহু প্রতারিত ;
"চাই প্রতিশোধ" বলিলেন মন্ত্রী—
"চাই শিক্ষা বিধিমত"।
"এই প্রতিশোধ" বলি ভদ্রমুখ,
গুপ্ত ছুরি বুকে হানি
পলাইল দ্রুত, এ হেন সময়ে
বলে দ্বারি যুড়ি পানি—
"ভদ্রসোমার আসিয়াছে দূত ;"
মর্ম্মন্তুদ যাতনায়
মুহূর্ত্ত ভুলিয়া বলে ঝল্লকণ্ঠ
"ডেকে আন ত্বরা তায়"।
কেউ না বুঝিল কি দশা তখন,
দূত আসি রৌপ্যাধারে

কুঙ্কুম-চর্চ্চিত দিল লিপি এক,
আদেশে পড়িল ধীরে
কর্ম্মচারী এক, "হে মম বাঞ্ছিত !
পূজ্য ! এস সগৌরবে ;
"স্বার্থ-মোহ ত্যজি' কর্ত্তব্য-সাধনে
বরশ্রী ধরেছ এবে।
"স্খলিত চরণে যবে এসেছিলে
লইয়া বিলাস-বেশ ;
"লজ্জায় ঘৃণায় ফিরায়েছি মুখ,
এস এবে হৃদয়েশ !"
পড়া শেষ হ'ল, লয়ে লিপিখানি
ঝল্লকণ্ঠ প্রীতিভরে
করিল চুম্বন ; বলিল, "হে দেবি !
মূঢ় আমি, তোমা তরে
করেছিনু পাপ, পেয়েছি সান্ত্বনা,
ক্ষমেছ মোহান্ধে তুমি ;
এ মরণে সুখ ; সর্ব্ব গ্লানিহর
তব লিপি পেছি আমি।
ধন্য আমি ধন্য, হে দূত জিজ্ঞিল !
পূত প্রেম-নিদর্শন
কিবা দিব আমি, এ মৃত্যু-মুহূর্ত্তে ?
তার প্রীতি-নিদর্শন
প্রথমের লিপি রাখিয়াছি বুকে,
এই ভিক্ষা, দিও তারে",

এই ব'লে মন্ত্রী অঙ্গ-পরিচ্ছদ
খুলিলেক ধীরে ধীরে।
কৃপাণ-সূক্ষ্মাগ্র বক্ষ ভেদ করি'
পত্রের একাংশ নিয়ে
হয়েছে প্রবিষ্ট, অবশিষ্ট ছিঁড়ি
দিল দূতে চুম্বনিয়ে।
তার পর জোরে বিদ্ধ কৃপাণিকা
সবলে উন্মুক্ত করি'
বলিল জল্পিলে "নেও শত্রুরূপী
মিত্রে মম যত্ন করি।
"দেছে কর্ম্ম-ফল,— প্রিয়া-প্রেমলিপি
এ দেছে হৃদয়ে পুরে,
"সুখ-স্মৃতি নিয়ে মরিতে পারিব,
হে দূত! এ দিও তারে।"
বক্ষঃ-ক্ষত হ'তে হ'ল রক্তোচ্ছ্বাস,
ক্ষীণ কণ্ঠ আর তাঁর
না পারিল কোন বাক্য উচ্চারিতে;
নিয়ে অশ্রু, হাহাকার
গেল দূত চলি, ভদ্রসোমারে
নিবেদিল সব গিয়ে;
রক্ত-প্লুত ছিন্ন পত্র, কৃপাণিকা
দিল অশ্রু তেয়াগিয়ে।
ভদ্রসোমার আঁখি-কোণ হ'তে
দুটী মুক্তা-বিন্দু মত

শুধু দুই বিন্দু অশ্রু ঝরি' ধীরে
হ'ল ভূমে নিপতিত।
নিয়ে রক্ত-লিপ্ত প্রেম-উপহার,
চুম্বি প্রেমে ভক্তি ভরে
রাখিল পত্রিকা কবরীর মাঝে,
কৃপাণিকা ধীরে ধীরে
ললাটে মস্তকে করাইল স্পর্শ,
সিঁথির সিন্দুর সার
হইল উজ্জ্বল, "শুভ পরিণয়"
উচ্চারিল কণ্ঠ তার।





হতভাগ্যের মর্ম্ম-কথা।

শীতের পরে মিষ্টি ফুলের রাঙা চোখে চাওয়া ;
ফুলের বাস লুকিয়ে নিয়ে ছড়ায় ফাগুণ-হাওয়া।
লতায় পাতায় ফুলের হাসি অনেক দিনের পর ;
কোথা হ'তে গুঞ্জি আসে এতই মধুকর ?
রঙ্ বেরঙের এত পাখী কোথা হ'তে এসে
উঠ্‌ল গেয়ে ? গানের লহর আস্‌ছে কানে ভেসে।
আস্‌ছে ভেসে কতই স্মৃতি আজকে হিয়ার পর
ছেলেবেলার সেই সে মধুর—অতি সুখকর।
ছেলেবেলায় এম্নি দিনে ভাই-বোন-সাথে মিলে
খেল্‌তাম কত সুখের খেলা বকুলগাছের তলে।
মাথার উপর বকুল ফুল পড়্‌ত ঝুর্ ঝুর্ ঝ'রে
সাজিয়ে দিতাম তাদেরে সেই সে ফুলের ভূষণ ক'রে।
গ'ড়ে দিতাম ফুলের ভেলা, ভাসিয়ে দীঘির জলে
তাই বাজাত, আর নাচ্‌ত কতই কুতূহলে !
কতই বায়না কর্‌ত তারা, কুলের গাছে উঠে
কোঁচড় ভ'রে কুল পেড়ে যে দিতুম রাঙা ঠোঁটে।
খেল্‌তাম কত ছুটোছুটি নদীর তটে গিয়ে
ঝোপের আড়ে হরিণ-শিশু দেখ্‌ত উঁকি দিয়ে।
দেখ্‌তাম—নদীর ঢেউয়ের উপর দুল্‌ত পাখীর সারি,
ভেসে ভেসে আস্‌ত যেত কতই দেশের তরী।

সে সুখের দিন গেল কোথা ? দীর্ণ আঁখি দিয়ে
এখন কেন মর্ম্ম-অশ্রু বেরোয় দর্‌দরিয়ে ?
সত্যি বটে, রাশি রাশি আজিও কুসুম ফুটে,
সত্যি বটে, আজিও যাই সেই সে নদীর তটে।
সত্যি বটে, আজিও গাছে পাকে কতই কুল,
সত্যি বটে, আজিও ভাই-বোন আছে, নহে ভুল।
কিন্তু এখন আগের মত ছোট্ট কিগো তারা ?
এখ্‌ন তাদের তেম্নি কি মন ? দেয় কি এখন ধরা ?
এখন তাদের ছেলেপিলে ; ব্যস্ত তারা কাজে,
অদৃষ্টের ফের—শুষ্ক মুখে এ ম্লান ছিন্ন সাজে
কখনো যদি সাম্‌নে পড়ি, নীচু করি' মাথা
দ্রুতপদে পাশ কেটে যায়, মর্ম্মে লাগে ব্যথা।
রঙ্গালয়ের পটের মত অদৃষ্টের কি হায়
পরিবর্ত্তন ! সেদিন কোথায় ? বুক্‌ যে ফেটে যায়।

আক্ষেপ

জল-বিম্ব এ জীবন কাল-সিন্ধু-বুকে যাবে
মিশে কোন্ দিন।
কে বলিতে পারে হায়! রোগে শোকে, চিন্তা-বিষে
ক্রমে তনু ক্ষীণ।
থাকিয়া থাকিয়া যেন মৃত্যু-ঘণ্টা-ধ্বনি আসে
পরাণের কাণে;
চমকিয়া উঠে প্রাণ, কি ব্যথা মরমে জাগে
বিধাতাই জানে।
এ বিশাল বিশ্ব-বুকে পড়িয়া রয়েছি কোথা
বালুকণা-মত,
কি হেতু সৃজন মোর, লেগেছি কি ধরা-কাজে
আজো বুঝিনা ত।
হেন অকর্ম্মণ্য জীব কেন ধাতা-সৃষ্টি-মাঝে,
যাহার মরণে
এক বিন্দু অশ্রু কেউ ফেলিবে না, দাগ কারো
পড়িবে না প্রাণে?
স্ত্রী-পুত্র-বেষ্টিত ক্ষুদ্র সংসার-কারায় রুদ্ধ
যার ক্ষুদ্র মন,
আসিয়া বাহিরে কভু বিলা'তে যে পারিল না
একটু জীবন,

দীন-দুঃখী-আর্ত্ত-হৃদে একটুও আসন যে
পারিল না নিতে,
ব্যথিতের হিয়া'পরে যে না স্নিগ্ধ হিয়াখানি
পারিল মিশা'তে,
অতি হতভাগ্য সেই, নিষ্ফল জীবন তা'র
শুধু অশ্রুময় ;
বৃথাই জনম তা'র ; হেন জন্ম যেন আর
কাহারো না হয়।

তুমি ও আমি।

তুমি আমি মুখোমুখী,
অতি কাছে—অতি দূরে ;
ভালবাসি—নাই বাসি,
তুমি কিন্তু বাস মোরে।

যদিও তোমায় ভুলি,
তুমি না ভুলিতে জান ;
শত উপেক্ষিত হ'য়ে
বুকের উপর টান।

প্রেমের হৃদয় তব
জানে শুধু প্রেমদান ;
একবিন্দু প্রেম—সিন্ধু
তরঙ্গে ভাসায় প্রাণ।

যে প্রেমিক, সেই চায়
তব প্রেম প্রেমময় !
তব প্রেম মরুভূর
মায়া-মরীচিকা নয়।

উচ্ছ্বাস

প্রেমে নাই প্রতারণা,
নাই বিচ্ছেদের ভয় ;
তব প্রেম অনাবিল,
সুখময়, শান্তিময়।

তবু কেন তবু কেন
তব প্রেম ভু'লে মন,
কি প্রেম-মদিরা পানে
উন্মত্ত গো অনুক্ষণ ?

তবু কেন তোমা' ভুলে'
ভেসে যায়—কোথা যায় ?
চৈতন্য হ'লনা অহো !
শত ব্যথা, যন্ত্রণায়।

একি দিশা ? একি তৃষা ?
একি আকাঙ্ক্ষার দাস ?
কবে যাবে মোহ-ঘোর,
হবে দীপ্ত চিদাকাশ ?

মায়া।

ঝিকি মিকি ঝিকি মিকি গগনে বেলা
ঝিকি মিকি তরুশিরে কিরণমালা।
পা দু'টী ছড়াইয়ে
বালির রাশ নিয়ে
নদীর তটে ঘর গড়িছে বালা।

কিরণমাখা ছোট ঢেউগুলি
আসিয়ে তট চুমি' পড়িছে ঢলি।
মধুর গান নিয়ে
তরণী আসে ধেয়ে,
বালিকা দেখেনা তা' নয়ন তুলি'।

বিহগ নীড়ে যায় আকাশ ছেয়ে;
গোপাল ঘরে যায় গোধন নিয়ে।
খেলার সাথী ক'টি
হরিণ-শিশু ছুটি'
মায়ের পাশে যায়, দেখেনা চেয়ে।

"বেলা যে গেল বাছা!" শুনি এ স্বরে
চমকি উঠে বালা; আনত শিরে
উঠায়ে দেখে—দূরে
তপন ডুবে ধীরে
আলোটী নিয়ে সব গভীর নীরে।

উচ্ছ্বাস

“বেলা যে গেল বাছা ! ঘরে গো আয়”
মা ডাকে, ধীরে ধীরে আঁধার ছায়।
সাধের ঘর ফেলে
যেতে পা নাহি চলে,
কি করে ভেবে বালা আকুলা হায় !

নিবেদন।

কে আমি? কোথায় আমি? —ভব-মায়া-পান্থ-বাসে—
একি বল হায়!
—ঢ'লে পড়ে আয়ু-রবি, কাল-নিশা ঘনাইয়ে
আসে পায় পায়—।
যেতে হবে? অহো কোথা? কোন্ দূর পর পারে?
কি আছে সম্বল?
সংসার-মমতা ঠেলি' কেমনে যাইব? ও গো!
প্রাণে কোথা বল?
বড় সাধে সাজায়েছি সংসার-কানন, বিন্দু
মিটেনি পিয়াস;
জ্বেলো না হৃদয়ে বহ্নি, স'রে যাও, টুটাও না
প্রাণের বিশ্বাস।
ভুলে আছি? বেশ আছি, কেন ভাঙ্গ ভুল? তুমি
কে গো! পায় পড়ি;
বাসনা-তরঙ্গে রঙ্গে এখনো জীবন-তরী
দিতেছে যে পাড়ি।
হে বিধাতঃ! এ কি লীলা? এ লীলা-রহস্য তব
বুঝিতে না পারি;
কেন গড়? কেন ভাঙ্গ? মরমে লাগে না ব্যথা
হেরি' আঁখি-বারি?

উচ্ছ্বাস

সৃষ্টির প্রভাত হ'তে আসে জীব—কেঁদে আসে,
কেঁদে চ'লে যায় ;
হতভাগ্য জীব-জন্ম কাঁদিবারে শুধু ভবে
কোন্ পাপে হায় ?
কর্ম্মফল-ভোগ-হেতু যদি এ সংসার-কারা,
কেন হেথা মায়া ?
সংসারের মোহ-ফাঁসে জীবে যে জড়ায় মায়া
কঠিনহৃদয়া।
দিয়েছ বিবেক-অস্ত্র ? দেছ বটে দয়াময় !
মঙ্গল-কারণ !
মায়ার শৃঙ্খল ভবে ক'জন ছেদিয়ে যায়
বীরের মতন ?
অধম জীবের যে গো জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য্য,
যন্ত্রণা অপার ;
তোমার করুণা বিনা হে করুণাময় ! কোথা
তাদের নিস্তার ?
চিন্তানলে জ্বলে প্রাণ, চাও গো ফিরিয়া চাও,
বড় ব্যথা পাই ;
বারম্বার জন্ম-মৃত্যু অহো কি কঠোর দণ্ড !
মুক্তি কি গো নাই ?
দাও মুক্তি মুক্তিদাতা ! প্রাণের দেবতা ! প্রভো !
পতিত-তারণ !
আর এ সংসারে এসে যেন না লইতে হয়
মায়ার বাঁধন।

মায়ার বাঁধন যে গো বড়ই মমতাময়,
দুর্ব্বলহৃদয়
অধম মানব আমি কেমনে ছেদিব ? প্রাণে
বড় ব্যথা হয়।
দয়াময় ! তাই চাই ঐ চরণের ছায়
জুড়া'তে জীবন ;
আর এ সংসারে এসে যেন না লইতে হয়
মায়ার বাঁধন।

বিষাদ-কাহিনী।*

(১)

ক্ষিপ্ত হইয়াছে পিতা, পুত্রে তা'র যত পরিজন
প্রদানিল যুক্তি, করাইতে ক্ষেপাকালী-বলয়-ধারণ।
কালীর মন্দির—দূর পথ, বিষম দুর্গম সেই স্থান,
তারকেশ্বর হইতে পশ্চিমে প্রায় দশ ক্রোশ, নহে আন।
শীত-পদক্ষেপ ধরা-বক্ষে, হিমবায়ু হয় সঞ্চারিত ;
অগ্রহায়ণের আট দিন সবে মাত্র হইয়াছে গত।
বৃহস্পতি বার, প্রাতঃকাল, দেছে দেখা পূর্ণিমাতিথি ;
স্বজন উন্মাদে ল'য়ে সাথে বাহিরিল করিয়া প্রণতি
কালীর চরণে ভক্তিভরে, কালী-নাম করি' উচ্চারণ
অভাগিনী উন্মাদ-ঘরণী ঢালি' অশ্রু, ব্যাকুলিত মন
ভূমিতলে বিলুণ্ঠিয়া কায়, পতি-পাদোদক ল'য়ে শিরে
বারম্বার করুণভাষায় প্রার্থনা করিল সকাতরে—
"মা কালি ! আমার প্রাণেশ্বরে সঁপে দিনু চরণে তোমার ;
নীরোগ করিয়ে ফিরে দিও, শুভঙ্করি ! স্নেহ-করুণার
রেখো দৃষ্টি যাত্রা-পথে যেন, নাহি ঘটে কোন অমঙ্গল ;
কে জানে তা' পাষাণীর কাণে গেল কি না ? আঁখি ছল্ ছল্
পুরবাসী করিল মানস—দিবে পূজা হ'লে পূর্ণ কাম,
কি জানি পাগল কেঁদে কেন করি গেল অগ্রজে প্রণাম।

* এই কবিতাটি ১৩১৫ সালের ২৫শে চৈত্রে লিখিত হইয়াছে।

গৃহ ছাড়া ক্রোশ পরিমিত, শিরোপরি উড়িছে গৃধিনী
পশ্চাতে দেখিল তার এক রুগ্ন পুত্র, পরমাদ গণি
ভগবানে প্রার্থিল মঙ্গল, আসে প্রাণে আশঙ্কার ছায়া ;
মন চায়—করিয়া আহ্বান পথ হ'তে আনে ফিরাইয়া।
ইঙ্গিতে ঘূর্ণিত কালচক্র ; হতভাগ্য উদ্বিগ্ন হিয়ায়
"যাত্রা-পথে বাধা অনুচিত" ভাবি' এল গৃহে ফিরে হায় !

(২)

গুটাইয়া কনক-কিরণ পশ্চিম আকাশে ডুবে রবি ;
মৌনসন্ধ্যা আসে ধীর পায়, কি একটী বিষাদের ছবি
নয়ন-সমুখে ফুটে উঠে, করি' উঠে পেচক ফুৎকার,
"টিক্ টিক্" করে টিকটিকি গৃহে—হেথা হোথা চারিধার।
চিন্তিত পাগল-পুরবাসী, আন্‌চান্ করে প্রাণ-মন ;
হেন কালে সহযাত্রী তার এল ল'য়ে বিরস বদন।
"ওগো ! কোথা পাগল মোদের" ? আকুলি' জিজ্ঞাসে আহা সবে
প্রত্যুত্তর—ঘোর মর্ম্মভেদী, শত বজ্রাঘাত শিরে, ভবে
এত ব্যথা না জানিত আগে, মাথা কুটি' করে হাহাকার ;
অশ্রুনীরে সিক্ত হয় ধরা, ঘনাইয়ে আসে অন্ধকার।

(৩)

অপসৃত তমঃ-জাল, ঊষা দিল দেখা রক্তিম আভায় ;
শোকান্বিত গেল কত জন পাগলের অন্বেষণে হায় !
অগ্রে গেল সে তারকেশ্বরে—নিশীথে সে যথা অদর্শন
নিরমম দেবতার মত ছিন্ন করি মমতা-বন্ধন।
হাট মাঠ যাত্রী-দল-মাঝে পাঁতি পাঁতি খুঁজে চারিধার ;
নাই—নাই—আছে পুলিশের ডায়েরীতে নাম-ধাম তার।

না জানি কি সন্দেহে তথায় ছিল বন্দী অর্দ্ধ রাত্রি-দিন ;
পরীক্ষায় উন্মাদ জানিয়া পুলিস কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন
দেছে ছাড়ি' অকুণ্ঠিত চিতে, গৃহে তার না দিয়ে বারতা ;
দুঃসময়ে কেন নিরদয় এ ধরার মানুষ, দেবতা ?
তাই হেথা এত শোক, তাপ, এত দুঃখ, এত হাহাকার ;
ভাগ্যদোষে বৃথা অন্বেষণ, পণ্ডশ্রম, সার অশ্রুধার।
গেল দিন, গেল মাস, বর্ষ, না মিলিল কোথাও তাহায় ;
সেই গেল—আর না ফিরিল, পোড়াস্মৃতি জাগিয়ে কাঁদায়।
স্বপনের ছায়াময় পটে দেখা দেয় কত নিশি আসি ;
নিদ্রাভঙ্গে তপ্ত অশ্রুনীরে উপাধান-শয্যা যায় ভাসি'।
কোথা কোন্ এসেছে উন্মাদ, কিংবা কোন্ এসেছে উদাসী ;
আজো যায় আশার আশায় তথায় নির্ব্বোধ পুরবাসী।
আজো তার শীর্ণা-কাঙ্গালিনী জায়া চেয়ে আশা-পথ-পানে
পৃথিবীর দেবতায় সাধে রাতদিন কাতররোদনে।
হতভাগ্যছেলেগুলি তা'র আজো ডাকে—"কোথায় দেবতা !
আমাদের ধরার ঠাকুর,—কোথা ওগো স্নেহময় পিতা" !
কে দিবে উত্তর ? বহে বায়ু শুধুই সে সকরুণ স্বর ;
ধরা-বক্ষে হয় তা' ধ্বনিত আজ পাঁচ বর্ষ নিরন্তর।

কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?

কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?
বল না দেবতা কোথা ?
ঘুচে না ত মর্ম্ম-ব্যথা,
দেবতা ভাবিয়া অশ্রু ফেলি যার পায়,
পূজি যার পদ-মূল
ঢালি অশ্রুসিক্তফুল,
সে ত গো পাষাণ-সম, ফিরে নাহি চায় ?
কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?

কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?
মমতার খোলাপ্রাণে
সে কি কভু নেয় কানে
ব্যথাময় মরমের দুটো কথা হায় !
উষ্ণ তপ্ত অশ্রুজলে
তার কি পরাণ গলে ?
দগ্ধপ্রাণ-ভস্ম হেরি' সে কি ব্যথা পায় ?
কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?

কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?
সে কি গো দুখের কালে
নেয় টেনে স্নেহ-কোলে ?
দেয় ধীরে স্নেহ-হস্ত বুলাইয়ে গায় ?

এ বুকে বিষম চিতা,
বল সে দেবতা কোথা ?
এ সারা সংসার খুঁজে আমি মৃতপ্রায়,
কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?

কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?
কত গুণবান্ তিনি
নাহি জানি, নাহি চিনি,
আমার দেবতা এক ছিল গো ধরায় ;
সে যে বড় স্নেহময়,
কৃপাময়, গুণময়,
তাহার গুণের কথা না আসে ভাষায় ;
কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?

কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?
আমার দেবতা যেই
প্রত্যক্ষ দেবতা সেই,
গড়া তার মন-প্রাণ স্নেহ-মমতায় ;
না ডাকিতে নেয় বুকে,
রাখে সদা চোখে চোখে,
একটু মলিন মুখ হেরি' ব্যথা পায়,
কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?

কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?
আমার দেবতা চোখা
শত শেল, অগ্নি-শিখা

লেহ বুকে, মম শুভ যদি থাকে তায় ;
কুশাঙ্কুর মোর পায়
বিঁধিলে মূরছা যায় ;
করে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন মঙ্গল-আশায় ;
কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?

কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?
আমার—আমার তিনি
বিপদে বান্ধব, জ্ঞানী,
রোগে বৈদ্য, অন্নদাতা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ;
মন্ত্রণায় মন্ত্রী, গুরু,
জ্ঞানশিক্ষা-কল্পতরু ;
সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, সম্পদ, সহায় ;
কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?

কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?
মোর সে দেবতা সর্ব্ব,
চতুর্ব্বর্গ, সুখ-স্বর্গ,
মোর সে দেবতা পিতা, প্রণমি তাহায় ;
হতভাগ্য আমি হায় !
হারায়ে সে দেবতায় *
কত কাঁদি দিবা-যামী উন্মাদের প্রায়।
কাহারে দেবতা বল তোমরা সবায় ?

* ১৩১১ সাল ৯ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ভক্তিভাজন পরম দেবতা পিতা ঠাকুর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস মহাশয় উন্মাদরোগগ্রস্তাবস্থায় নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।

সুদূরে।

এ স্থান কি সুখকর !

হেথা শুধু গীতি, সৌরভ বিমল,
নাহি হিংসা, দ্বেষ, পাপের অনল,
পশিতে না পারে জন-কোলাহল
হেথায় অপ্রীতিকর ;
নীলা স্বচ্ছতোয়া ক্ষুদ্রা কল্লোলিনী
বহিছে সম্মুখে তুলি' কুলু-ধ্বনি,
শোভে সুবিস্তৃত চিত্রলেখা মত
নীলাকাশ-শিরোপর।

পিছনে পড়িয়া দূরে পল্লীবাস,
তথাকার নর-দূষিত নিশ্বাস
এসে না দূষিতে পারে এ বাতাস,
এ বাতাস স্নিগ্ধতর ;
হেথাকার পাখী উন্মুক্ত আকাশে
ঢে'লে গীতি, যায় নীলাকাশে ভেসে,
নাহি মানবের কুটিল দৃষ্টির
তীক্ষ্ণ বিষাক্ত শর।

হেথা অর্থ নিয়ে, তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে,
শৈশবের ধূলা-খেলা ভুলে গিয়ে,
মমতার ডোর নিমিষে কাটিয়ে,
ভাই নাহি হয় পর ;
মার স্তন্য-সুধা, পিতার যতন
যায় নাহি ভু'লে পুত্র পেয়ে ধন,
নিশীথে রমণী পতি-বুকে নাহি
হানে ছোরা তীক্ষ্ণতর।
নাহি হেথা অর্থ-প্রাধান্য, গৌরব,
নাহিক মামলা, খুনোখুনি-রব,
শাম্‌লা মাথায় আইনজ্ঞ হেথা
রয়নি প্রসারি' কর ;
নিয়ে রাজ্য কিংবা নিয়ে কোন কর
রাজায় প্রজায় বাধেনি সমর,
ব'য়ে যায় নাই রক্ত-স্রোত হেথা,
উঠেনি কাতর স্বর।
হেথা নাহি পাপ-প্রলোভন-ভয়,
নাহিক স্বার্থের জয়-পরাজয়,
এ যে গীতি-গন্ধ স্নিগ্ধ আলোময়
পূত স্থান সুখকর ;
হেথা নাহি বিধুমুখে বিষ-রাশি,
প্রেম নিয়ে লুকোচুরি, গলে ফাঁসি,
হেথা নাহি ছল, নর্ত্তকে রূপসী
রঙ্গালয়ে নৃত্যপর।

উচ্ছ্বাস

পূত স্বর্ণচ্ছটা নিয়ে আসে উষা,
কুরঙ্গ জাগায় প্রাণে ভালবাসা,
শাখায় শাখায় সুধাকণ্ঠে তুলে
বিহগ মধুর স্বর ;
বরষা-নিদাঘে বৃক্ষ ছত্র ধ'রে
জানায় সখ্যতা সরল অন্তরে,
ঢালি' ফুল-বাস সমীর সঞ্চরে,
সৌরভিল এ অন্তর।
এ স্থান কি সুখকর।



শ্মশানে।*

ধূধূ ধূধূ ধূধূ জ্বলে চিতা।

অহো ! ঐ—ঐ যেরে জ্বলে বহ্নি জ্বলে জোরে

আবেষ্টিয়া স্নেহময়ী লতা।

শারদ জ্যোৎস্না-মত নদীর ঢেউয়ের মত

ফুলের হাসিটী মত যেই

আমাদিগে স্নেহ দিয়ে, প্রাণের মমতা দিয়ে

রেখেছিল, তুল্য যার নেই ;

সে স্নেহ-মমতাময়ী করুণা-নির্ঝরময়ী

স্বর্গাদপী গরীয়সী মায়

মূঢ় আমি চিতা-নলে হাহাকারে দিছি তুলে

প্রাণে নিয়ে সহস্র চিতায়।

ওরে, কি নিষ্ঠুর এই দেশাচার।

যেই পিতা, যেই মাতা আজীবন স'য়ে ব্যথা

পালে পুত্রে প্রদানি' খাবার ;

তাদেরে মৃত্যুর পরে ঘরের বাহির ক'রে,

ঘরে দেয় গোবরের ছড়া ;

* বিগত ১৩১৬ সাল ১৬ই কার্ত্তিক বুধবার প্রাতঃকালে পরমারাধ্যা মাতা-ঠাকুরাণী দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন।

(কি নির্ম্মম এ বিধি রে !) লইয়া চিতার' পরে
দেয় পুত্র মুখে অগ্নি-নুড়া।

অহো ! ধূধূ পুড়ে যায় সব !
কত স্নেহ, কত মায়া, কতই করুণা, দয়া
চ'লে যায় রেখে হাহারব।
হয় ভস্ম স্বর্ণকায়, এ চোখে কি দেখা যায় ?
নিমিষে ফুরায় সব খেলা ;
কতই দিনের হায় ! বন্ধন টুটিয়া যায়
ওরে, এদেশ ছাড়িয়ে সবে পালা।

ওরে, দয়া মায়া নাই হেথা।
হেথায় পাষাণ সবে, না হ'লে কেমনে র'বে
সর্ব্বস্ব খোয়ায়ে স'য়ে ব্যথা ?
যদি মমতার প্রাণ র'ত হৃদে বিদ্যমান,
তা' হ'লে চিতায় তুলে মায়
এখনো আছি কি সুখে ? ছেড়ে দে আঁকড়ি' রেখে
কেন তোরা কাঁদাস্ আমায় ?

অহো ! পুড়ে যায়—সব পুড়ে যায় !
সোণার সংসারখানি পুড়ে, ঐ হা-হা-ধ্বনি ;
শ্মশান কে দেখিবি রে আয়,
চিতা'পরে ঢাল্ জল্, ঢাল্ জল্, ঢাল্ জল্,
হেথায় কি নাই নদী-বারি ?
শত শত প্রাণ মিলি' এ চিতা নিভা'য়ে ফেলি
শান্তিময়ী দেবী রে দে ফিরি।

মা, মা, মা, মা, ওমা! আয়, আয়।
চিতা-নল-ধোঁয়া-রাশি ফেলিছে আকাশ গ্রাসি',
সৌর-কর আঁধারে নিভায়।
চিতা-বক্ষ বিদারিয়ে এস জ্যোতির্ম্ময়ী হ'য়ে,
পুনঃ হ'ক দীপ্তা এ ধরণী;
বিষাদ-আঁধার দূরে যাক্ সরে, পুনঃ ফিরে
তুল গৃহে আনন্দের ধ্বনি।

ওমা! আয়, হস্‌নে নিদয়া।
তোর নাড়ি-ছেঁড়া ধন, তোর আপনার জন
কেঁদে ডাকে, হয়না কি দয়া?
তোর যে দয়ার প্রাণ, হৃদে করুণার বান,
প্রকৃতিটি সরলতা-মাখা;
বিরূপ হইতে এত কখনও দেখি না ত?
হাসিমুখে এসে দেমা দেখা।

দেখা দেমা! পুড়ে যায় প্রাণ!
শুষ্ক হ'য়ে যায় গলা, বড় তৃষা, এই বেলা
স্তন্য-সুধা কর মুখে দান।
তেম্নি স্নেহময়ী বেশে তেম্নি মধুর হেসে
চুমো খা মোদের বার বার;
তেম্নি পীড়ার কালে না খেয়ে, হাতটী গালে
ব'স নিয়ে ম্লান মুখ-ভার।

কৈ, কৈ, কৈ মা! এলি না?
এত কাঁদি, এত ডাকি, তবু দিয়ে গেলি ফাঁকি?
এ সংসারে সবি কি ছলনা!

মিছা স্নেহ ? মিছা মায়া ? মিছা স্নিগ্ধতর ছায়া ?
দু'দণ্ডের—সবি কি স্বপন ?
মাথা যে ঘুরিয়ে যায়, ভাবিতে না পারি হায় !
হ'য়ে গেছি কি যেন কেমন।

ধূধূ ধূধূ ধূধূ জ্বলে চিতা।
ওরে, আয় সবে মিলি' নিভাই সলিল ঢালি',
মোরা র'তে মা যাইবে কোথা ?
আয়, করি চূরমার শ্মশান-কলসী ছার,
মৃত্যুরে খেদাই দূর পথ ;
মাগো ! বুক ফেটে যায়, ফেটে যায়—ফেটে যায়,
আয়, আয়, মাথার শপথ।

ওরে, কেন তোরা দিস্ হরিবোল ?
নাই, নাই, কিছু নাই ? একটু অস্তিত্ব নাই ?
নাই স্নেহময়ী-শান্তি-কোল ?
কোথা শত বজ্র ! এসে পড়ে শিরে, অট্ট হেসে
লও গ্রাসি চিতার অনল !
উহু ! প্রাণ যায় জ্ব'লে, হে সিন্ধো ! অতল তলে
নেও এসে, ফুরাক্ সকল।

সন্ধ্যায়।

যদি, নিয়ে আলো-ছবি   ডুবে যায় রবি
আকাশে,
যদি, মিশে ফুল-হাসি   আঁধারের ছায়
হতাশে,
যদি, নিয়ে মধু গান   বিহগেরা যায়
চলিয়া,
তবে, কি সুখে রহিব   বাপী-তীরে একা
বসিয়া ?

যায়, অদূরে তটিনী   কি বিষাদ-গীতি
ঢালিয়ে ?
যায়, ব'য়ে সমীরণ   কি মরম-শ্বাস
ফেলিয়ে ?
ওগো, এইত বিষাদ-   আকুলতা-মাঝে
একলা
আমি, কেমনে রহিব ?   পরাণ যে কেঁদে
উথলা !

এবে, কেউ কিরে নাই ?   কত সখা সাথী
ছিল যে ?
গেল, কোথা একে একে,   পাইনা, এতই
খুঁজি যে ?

উচ্ছ্বাস

সবে, সন্ধ্যা, এখনো নিবিড় আঁধার
আসে না ;
গেল, এরি মধ্যে স'রে নিয়ে শত আশা,
বাসনা ?

গেল, এতই দিনের ভালবাসাবাসি
কোথা রে ?
এবে, নিলেনা ত কেউ একটু যাতনা
ব্যথা রে ?
ওগো, এতই ছলনা- নিরাশার মাঝে
একাটী
আর, র'ব কি আশায় করে নিয়ে ভাঙা
বীণাটী ?

অনুতাপ।



দূর্—না ভাবিতে পারি সংসারের কথা আর,
ভেবে ভেবে তনু ক্ষীণ, প্রাণ পু'ড়ে ছারখার।
শুধু আশা—শুধু তৃষা, একটু মিটেনা কিছু,
আজন্ম ধরিয়া শুধু ছুটি মায়া-মোহ-পিছু।
ধন-লিপ্সা—এযে মুগ্ধ অলি-গড়া মধুক্রম,
সৌন্দর্য্যের তৃষা—মৃগ-মায়া-মরীচিকা-ভ্রম।
ফুটে ফুল, ঝ'রে পড়ে, দু'দণ্ডে ফুরায় লীলা,
তুমি কা'র ? কে তোমার ? মিছে ভাই খেলা-দোলা।
একি খেলা ? বুঝিনা ত কত ঢেউ-সম এসে
মায়ায় মজিয়ে গেল কাঁদা'য়ে কোথায় মিশে।
যারা গেল ফিরিল না—চাহিল না ফিরে আর ;
ছিঁড়ে গেল এক একটী এই হৃদ্‌পিণ্ড-তার।
অনুদিন কি যন্ত্রণা, শোক-ব্যথা তীব্রতর,
আর নাহি সহা যায়, কাঁপে শীর্ণ কলেবর।
এদিকে নীরবে—প্রতি প্রশ্বাসে চলিয়া যায়
আয়ুকাল, কাল-নিশা আসে ঘেঁসে পায় পায়।
বহে হিম প্রভঞ্জন মরণ-সঙ্গীত গেয়ে,
মৃত্যু-কুহেলিকা-ধূমে শূন্য ব্যোম্ যায় ছেয়ে।
উঠে কি কর্কশ কণ্ঠ শিবাদের কোলাহল,
তাথৈ শ্মশান-বুকে নেচে উঠে প্রেত-দল।

উচ্ছ্বাস

অহো সখা! প্রাণ-সখা! ভয়ে দুরু দুরু হিয়া,
মৃত্যুঞ্জয়! নেও বুকে দুর্দ্দিনে অভয় দিয়া।
সংসারের প্রলোভনে কতবার মত্ত হ'য়ে,
তোমা ভুলে প্রেমময়! কুপথে গিয়েছি ধেয়ে।
তখন ডেকেছ কত, নিতান্তই অনিচ্ছায়
নিমেষ পিছনে চেয়ে পুনঃ ফিরে গেছি হায়!
এখন কেটেছে নেশা, আপন দীনতা-মাঝে
আপনা কুড়ায়ে পেছি, স্মরিয়া তা' মরি লাজে।
হে অনন্ত! হে প্রাণেশ! আমি মূঢ়, ক্ষুদ্র কণা
পাপ-মলা-বিজড়িত, ধূয়ে মুছে কি নেবে না?
মায়াময়! জন্ম-মৃত্যু এ সৃষ্টি-রহস্য তব
বুঝিতে না পারি, এতে কি যে জ্ঞান অভিনব।
জ্ঞানময়! থাক তুমি সৃষ্টির গূঢ়ত্ব নিয়ে,
ক্ষমাগুণে কৃপাগুণে করুণার চোখে চেয়ে
এ বিন্দুটুকুরে নেও অঙ্গে তব মিশাইয়া,
নেও স্নিগ্ধ শান্তিলোকে মহাসিন্ধু, কল্লোলিয়া।

"গাথা" সম্বন্ধে

বিজ্ঞ লেখক ও সংবাদপত্রের অভিমত।

"গাথা" লেখকের * * * জ্ঞান ও ভাব যে পূর্ব্ব হইতেই পরিস্ফুট তাহা "সংসারের ছবি," "বাঙ্গালীর দেশ," ও "লুৎফউন্নিসা"তে বেশ টের পাওয়া যায়। প্রথম লেখা, অথচ লেখাতে কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। ইহাই পূর্ব্ব সংস্কারের প্রমাণ। অধিক কি লিখিব, "গাথা" পাঠ করিতে করিতে স্থানে স্থানে লোমাঞ্চ হইয়াছে। ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, এইরূপ সহৃদয় লেখকের কলমের উপর তিনি পুষ্প বৃষ্টি করুন। * * *

"ভূপ্রদক্ষিণ" প্রণেতা শ্রীচন্দ্রশেখর সেন Bar-at-law.

This is a book of poems in Bengali and we have gone through the pieces with the greatest pleasure. We have no hesitation in saying that the author has successfully wooed the Muse and that his verses bear the stamp of a poet. The conceptions are really poetic and in some instances the author has taken a lofty flight. We congratulate him on his production and hope and trust his future attempts will be equally successful. —*Bengalee.*

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। স্থানে স্থানে কবিতার সৌন্দর্য্য বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাব ও ভাষা অতি সুন্দর! —বসুমতী।

যে গুলি সামাজিক, যে গুলি সংসারের ছায়া লইয়া লিখিত, সে গুলিতে কবিত্ব আছে * * * সে গুলির ভাষা সহজ, ভাব সৌন্দর্য্যময়

এবং সে গুলিতে শিখিবার অনেক কথা আছে। "বাঙ্গালীর দেশ" নামক এ ধরণের একটী কবিতা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

—বঙ্গবাসী।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। অধিকাংশ কবিতাই মিষ্ট লাগিল। নূতন লেখকের এরূপ রচনা সবিশেষ প্রশংসার্হ। লেখককে পুনরায় লেখনী ধারণ করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

—সময়।

আমরা এই পুস্তকখানির অধিকাংশ কবিতাই পাঠ করিয়াছি ও স্থানে স্থানে গ্রন্থকারের লেখনী-চাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়াছি। * * * "লুৎফ উন্নিসা" শীর্ষক কবিতাতে নবীন কবি চরিত্র-চিত্রনের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। "বাঙ্গালীর দেশ" কবিতায় বাঙ্গালীর যে চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

—মেদিনী-বান্ধব।

কাগজ ও ছাপা উত্তম। ভাষার বেশ লালিত্য আছে। "বাঙ্গালীর দেশ" কবিতায় বাঙ্গালী-চরিত্র সুন্দর অঙ্কিত করিয়াছেন। —নীহার।

শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্রের কবিতা পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি, যদি চেষ্টা থাকে, ইনি কালে * * * সুকবির উচ্চাসন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। * * * পুস্তকে ৩৫টা কবিতার সমাবেশ দেখিলাম। তন্মধ্যে "হায়! বঙ্গে বক্রদৃষ্টি কোন্ দেবতার", "উচ্ছ্বাস", "আমার সরলা", "শ্মশান", "নিশীথ সঙ্গীত", "মুমূর্ষু সুলতান মামুদের প্রতি" এই কবিতাগুলি বেশ হইয়াছে।

—সেবিকা।

"গাথা" কলিকাতা ১১৫।৪ গ্রে ষ্ট্রীট "বসুমতী"-পুস্তক বিভাগে ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। সুন্দর কাগজ ও ছাপা, মূল্য।৶৹ ছয় আনা মাত্র।